বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
বিশেষ অডিট রিপোর্ট
২০১১-২০১২

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ)

অর্থ বছর ঃ ২০০৯-২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glossary (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	গ
৪	প্রথম অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)	১
৫	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩
৬	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
৭	অডিট পদ্ধতি	৪
৮	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪-৫
৯	অডিটের সুপারিশ	৫
১০	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৩৬
১১	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফ্যাংশন্স) (অ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০ ... ২২ বঃ
১৫/১১/২০১৫ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০০৫-২০০৬ হতে ২০০৯-২০১০ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে অংশ বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য সমূহ উদাহরণমূলক এবং তা কোনমতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খণ্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ২৮/১০/২০১৫ খ্রিঃ, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত
মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,
ঢাকা।

Abbreviation & Glossary
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১।	W P F & W F:	Workers Participation Fund & Welfare Fund	-
২।	V E F	Vessels Experience Factor	তেল রপ্তানীকারক দেশ হতে বৃহদাকারের জাহাজে করে তেল আমদানী করা হয়। জাহাজগুলো বড় বিধায় কর্ণফুলী চ্যানেলে প্রবেশ করতে পারে না। এ কারণে কুতুবদিয়া বহিঃনোঙ্গরে জাহাজ গুলো অবস্থান করে। দেশী লাইটার জাহাজে খালাস করে তেল বিপিসি'র মেইন ইনষ্টলেশনে আনা হয়। বিদেশী জাহাজ Load Port এ যে পরিমাণ তেল লোড করে মেইন ইনষ্টলেশনে আনার পর সে পরিমাণ তেল পাওয়া যায় না। পরিমাণ কখনও কম কখনও বেশী হয়। এ সমস্যা দূর করার জন্য একই কোম্পানীর জাহাজ সমূহের গড় পরিমাপের উপর গাণিতিক ফ্যাক্টর আরোপ করা হয়। ইহাকে Vessels Experience Factor বলা হয়।
৩।	B / L	Bill of Loading	-
৪।	M I	Main Installation	-
৫।	J D C	Joint Deep Certificate	-
৬।	K P C	Kuwait Petroleum Corporation	-
৭।	P E T C O	Petronas Trading Corporation	-
৮।	P N O C	Philippine National Oil Company	-
৯।	M N O C	Maldives National Oil Company	-
১০।	M I D O R	Middle East Oil Refinery	-
১১।	E N O C	Emirates National Oil Company	-
১২।	B P C L	Bharat Petroleum Corporation Ltd.	-
১৩।	A T V	Advance Trade Vat	-
১৪।	V A T	Value Added Tax	
১৫।	POSITIVE SHIP	Positive Ship	যে জাহাজের Before VEF Quantity অপেক্ষা After VEF Quantity কম।
১৬।	NEGATIVE SHIP	Negative Ship	যে জাহাজের Before VEF Quantity অপেক্ষা After VEF Quantity বেশী।

প্রথম অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	আধুনিক অটো গেজিং পদ্ধতি চালু না করে ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে (Manual System) পরিমাপক ফিতা দ্বারা ট্যাংকির তেল মাপার কারণে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ বাঘাবাড়ী ডিপোতে লোকসান।	৫,৭৯,৩৬,৬০৩
২	পরিশোধিত তেল আমদানির ক্ষেত্রে স্বার্থ বিরোধী চুক্তি করায় শোর (Shore) ট্যাংকিতে প্রকৃত প্রাপ্ত তেলের পরিমাণের পরিবর্তে আউটার এ্যাংকর সার্ভে রিপোর্টের পরিমাণের উপর মূল্য পরিশোধ করায় ক্ষতি।	৯৯,৬৬,২৫,২৫৭
৩	জ্বালানী তেলের অপরিকল্পিত আমদানি সূচী প্রণয়ন করে স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি অপেক্ষা অতিরিক্ত তেল আমদানি করায় স্থান সংকুলানের অভাবে (Ullage Problem) খালাসের অপেক্ষায় নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় জাহাজ ফ্লোটিং করে রাখায় বিলম্বজনিত ডেমারেজ পরিশোধে ক্ষতি।	৬,৯৬,৫৭,৯৪৯
৪	বিপিসি কর্তৃক পরিশোধিত তেল আমদানির ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে Bill of Lading (বিএল) পরিমাণের উপর মূল্য পরিশোধের শর্ত না রেখে ইনভয়েস পরিমাণের (Independent Inspector/Serveyor কর্তৃক Out turn report at outer Anchore) উপর মূল্য পরিশোধের শর্ত রাখায় বিপিসি'র ক্ষতি।	১২,৬৯,৭০,৩০৪
৫	Vessels Experience Factor (VEF) পদ্ধতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে এবং অধিকাংশ নেগেটিভ জাহাজ ভাড়া করায় Before VEF Quantity অপেক্ষা After VEF Quantity বেশী দেখিয়ে অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করায় ক্ষতি।	৬৯,৯৪,৯৬৫
৬	বিপিসি কর্তৃক সমাপ্ত বছরের উদ্বৃত্তপত্র, লাভ - লোকসান হিসাব ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত হালনাগাদ না করায় ব্যবসায়িক খাতে কোম্পানীর হিসাবের সংগে বিপিসি'র হিসাবে গরমিল	১০৭৬,০৭,০৬,৫২৩
৭	জাহাজ ভাড়া (প্রিমিয়াম) দর যাচাই না করে একই সময়ে একই পণ্যের জন্য নিম্ন হারের পরিবর্তে উচ্চ হারে প্রিমিয়াম প্রদান করে তেল আমদানি করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।	৯৩,১৩,৭৪,৬৪৬
৮	বিপিসি ও পেটকো-এর সহিত আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত প্রিমিয়াম (জাহাজ ভাড়া) অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে প্রিমিয়াম প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৯,১৪,৫৫,০২১
৯	আন্তর্জাতিক বিমানে বিক্রিত jet-A-১ এর মূল্য ডলারে আদায় না করে টাকায় আদায় করায় ছাড়কৃত কাষ্টম ডিউটি, ভ্যাট ও এটিভি বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৮৫,২৭,৮৬,৮১৭
১০	দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও পদ্মা অয়েল কোঃ লিঃ এর কর্মকর্তা জনাব মোছাদ্দেক হোসেন কর্তৃক আত্মসাতকৃত অর্থ আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	৮,৪৫,০০,০০০
১১	বিধি বহির্ভূতভাবে সর্বনিম্ন দরে সারাদেশে তেল পরিবহন চুক্তি না করে বিপিসি, বিপণন কোম্পানী এবং ট্যাংকার মালিকদের যোগসাজশে ইচ্ছামাফিক ভিন্ন ভিন্ন দরে চুক্তি করায় সরকারের ক্ষতি।	৫৩,২৬,২৭,২১৮
১২	সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে ব্যবসায়িক পর্যায়ে আদায়কৃত ভ্যাট (Trade Vat) বিপিসি কর্তৃক জমা প্রদান না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১৯২,৬২,২৩,৪৩৩
১৩	করপূর্ব মুনাফা হতে বিধি বহির্ভূতভাবে Workers Participation Fund & Welfare Fund এর অর্থ স্থানান্তর করায় আয়কর কম পরিশোধজনিত কারণে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।	৩১,৪৯,৭৬,৯৫৫
১৪	ট্যাংকলরী পরিবহন ঠিকাদারকে আনুকূল্য প্রদর্শণ পূর্বক অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের প্রয়াসে পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধির আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর না করে অনিয়মিতভাবে পিছনের তারিখ হতে কার্যকর দেখিয়ে জেট-এ-১ এর বকেয়া পরিবহন বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি।	১,৬৭,৬৪,৪৮০
১৫	সরকারি নির্দেশ অনুসরণ না করে অপরিশোধিত জ্বালানী তেল প্রক্রিয়াকরণ ফি এর ওপর মূল্য সংযোজন কর কর্তন/আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।	৮,৮৫,৮৫,৭৩৬
১৬	বিদেশী জাহাজের কাছে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যাংকের এফসি একাউন্টে জমাকৃত টাকার সাথে বিপিসি'র হিসাবে গরমিল ।	৮,৭০,০৮,২০২
১৭	বিপিসির আদেশ অমান্য করে ডিলার এজেন্টদের নিকট অতিরিক্ত তেল বিক্রয় করায় সরকারের ক্ষতি	১৫,০২,৯০,০৭৮
	মোট	১৭০৯,৫৪,৮৪,১৮৭

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছর ঃ

- ২০০৫-২০০৬ হতে ২০০৯-২০১০ খ্রিঃ।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- বিশেষ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও নিরীক্ষার সময় :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়কাল
১	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন, চট্টগ্রাম	১৮/০৩/২০১২ খ্রিঃ হতে ০৫/০৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২	যমুনা অয়েল কোং লিঃ, চট্টগ্রাম	
৩	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ, চট্টগ্রাম	
৪	পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ, চট্টগ্রাম	
৫	ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য (Audit Objectives) ঃ

- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) এবং তার আওতাধীন পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ, যমুনা অয়েল কোম্পানী লিঃ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এবং ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ এর বিগত ০৫ বছরের জ্বালানী তৈল সংগ্রহ, বিতরণ ব্যবস্থাপনা, হিসাব প্রণয়ন ও হিসাব রক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি যাচাই করা।

নিরীক্ষার আওতা (Audit Scope) ঃ

- জুলাই/২০০৫ হতে জুন/২০১০ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষার আওতাভুক্ত বিষয়ের ওপর নমুনা হিসেবে সর্বোচ্চ ১০% নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার নির্ণায়ক ঃ (Audit Criteria) ঃ

- চূড়ান্ত হিসাব ও বার্ষিক রিপোর্ট ;
- জ্বালানী তেল আমদানি চুক্তি, বিপণন পদ্ধতি এবং হিসাব প্রণয়ন ও রক্ষণ সংক্রান্ত সংগৃহীত তথ্যাদি ;
- ডিপোর Loss/ Gain Statement ;

নিরীক্ষার পদ্ধতি ঃ (Audit Approach) ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মৌখিক আলোচনা; রেকর্ডপত্র যাচাই; সরেজমিনে ডিপো পরিদর্শন; প্রধান স্থাপনায় স্থাপিত শোর ট্যাংকি পরিদর্শন; কারিগরী দিকসমূহের বিষয়ে কোম্পানীর বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা ;
- বিপিসি কর্তৃক আমদানীকৃত তেল ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য কোম্পানী ট্যাংকে গ্রহণকালে কোন ঘাটতি আছে কিনা তা বিল অব লেডিং, ট্যাংকের মজুদ রেজিষ্টার যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরূপণ করা;
- বিভিন্ন ডিপোতে তাপমাত্রাজনিত ঘাটতি আছে কি না তার জন্য ডিপোর মাসিক বাল্ক ষ্টক ষ্টেটমেন্ট যাচাই করা;
- পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ঘাটতি হয়েছে কি না তা চালান ও গ্রহণ রেজিস্টার যাচাই এর মাধ্যমে নিরূপণ করা:
- পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের পরিবহণ ঘাটতির টাকা আমদানি মূল্যে পরিবহন ঠিকাদার হতে আদায় করা হয়েছে কিনা তা ট্যাংকার ভাড়ার বিল অব এন্ট্রি যাচাই এর মাধ্যমে নিরূপন করা;
- বরাদ্দকৃত বাজেটের বিপরীতে খাতভিত্তিক খরচ যথাযথভাবে করা হয়েছে কি না তা বিল, ভাউচার নিরীক্ষার মাধ্যমে নিরূপণ করা ;
- জরুরী রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা করা ;
- প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- বিপিসি'তে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা (Internal Audit System) না থাকা।
- বিপিসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানী সমুহের ওপর বিপিসি কর্তৃপক্ষের মনিটরিং / তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

- কোম্পানীর আওতাধীন ডিপোসমূহের কার্যক্রমের ওপর কোম্পানী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের অভাব লক্ষ্য করা যায়।
- জাহাজ ভাড়া, ট্যাংকার ভাড়া (কোষ্টাল, শ্যালো), পরিবহন ভাড়া ইত্যাদি পরিশোধের ক্ষেত্রে বিপিসি এবং কোম্পানী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত দুর্বল।
- পরিবহন ঘাটতি (Transit Loss); বিক্রয় কালীন ক্ষতি (Operational Loss) এবং তাপমাত্রা জনিত ক্ষতি (Convertion Loss) নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিপিসি এবং জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট নীতিমালা / আদেশ পাওয়া যায়নি। ফলে ডিপোতে এসকল ক্ষতির ওপর কোম্পানী কর্তৃপক্ষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।
- জ্বালানী তেল আমদানি চুক্তিপত্রের দুর্বলতার কারণে যথা ঃ- Bill of Lading (B/L) পরিমাণের ওপর মূল্য পরিশোধের শর্ত না রেখে Invoice Quantity এর ওপর মূল্য পরিশোধের শর্ত রাখায় বিদেশী কোম্পানীকে তেল প্রাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করতে হচ্ছে। তাছাড়া, চুক্তিপত্রে VEF (Vessels Experience Factor) ফর্মুলা প্রয়োগের ক্ষেত্রে Before VEF এবং After VEF কোন Quantity এর ওপর মূল্য পরিশোধ করা হবে তা স্পষ্ট না থাকার সুযোগে সার্ভে রিপোর্টে সরকারী স্বার্থ উপেক্ষা করে, যা কম তার ওপর মূল্য পরিশোধ না করে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে।
- বিপিসি'র হিসাব বিভাগে চরম দূরাবস্থা বিদ্যমান। কোম্পানী হতে প্রেষণে লোক নিয়োগ এবং সিএ ফার্ম হতে সাময়িকভাবে লোক নিয়োগের মাধ্যমে হিসাবায়ন করা হচ্ছে।
- বিপিসি এবং তার অধীনস্থ কোম্পানীসমূহে কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/একাডেমী নেই।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- বিপিসি'তে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা (Internal Audit System) জরুরী ভিত্তিতে চালু করা আবশ্যক।
- কোম্পানীসমূহের ওপর বিপিসি কর্তৃপক্ষের মনিটরিং/তদারকি জোরদার করা প্রয়োজন।
- বিভিন্ন প্রকার ভাড়া পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮) অনুসরণ করা আবশ্যক।
- পরিবহন ঘাটতি, বিক্রয়কালীন ক্ষতি এবং তাপমাত্রা জনিত ক্ষতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিপিসি এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক সুস্পষ্ট নীতিমালা/আদেশ জারি করা প্রয়োজন। তাছাড়া, এ সকল ক্ষতি রোধকল্পে জরুরী ভিত্তিতে ডিপোসমূহে রাডার টাইপ অটো ট্যাংক গেজিং মেশিন স্থাপন করা আবশ্যক।
- ডিপোসমূহের কার্যক্রমের ওপর কোম্পানী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা আবশ্যক।
- বিদেশী কোম্পানীর সংগে জ্বালানী তেল আমদানি চুক্তিপত্রে দেশের স্বার্থে পরিশোধ ধারা সংশোধন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রকৃত তেল প্রাপ্তি পরিমাণের মূল্য (Actual Quantity) পরিশোধ করা আবশ্যক।
- নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিপিসি'র আর্থিক হিসাব ও চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করা আবশ্যক এবং জরুরী ভিত্তিতে কোম্পানীর হিসাবের সংগে বিপিসি'র হিসাবের হালনাগাদ মিলকরণ করা প্রয়োজন।
- সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী আয়কর, ভ্যাট, কমিশন কর্তন/আদায়পূর্বক সরকারি রাজস্ব খাতে যথাসময়ে জমা করা আবশ্যক।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় এবং একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি পরিহারের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।
- জ্বালানী তেল আমদানি ও বিপণন একটি টেকনিক্যাল বিষয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণ আবশ্যক।

নিরীক্ষা দল ঃ

১। জনাব মোঃ নবাব উদ্দিন খান, উপ-পরিচালক, ঢাকা,	দল প্রধান
২। জনাব মোঃ আবুল হোসেন, এএন্ডএও, সেক্টর-৫, চট্টগ্রাম	সদস্য
৩। জনাব সুদীপ্ত আহসান, এএন্ডএও, সেক্টর-৩, ঢাকা,	সদস্য
৪। জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া, সুপার, সেক্টর-৫, চট্টগ্রাম	সদস্য
৫। জনাব মোঃ মজিবর রহমান, অডিটর, সেক্টর-৫, চট্টগ্রাম	সদস্য

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ-০১।

শিরোনাম ঃ আধুনিক অটো গেজিং পদ্ধতি চালু না করে ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে (Manual System) পরিমাপক ফিতা দ্বারা ট্যাংকির তেল মাপার কারণে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ বাঘাবাড়ী ডিপোতে লোকসান ৫,৭৯,৩৬,৬০৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং এর আওতাধীন পদ্মা অয়েল কোঃ লিঃ, যমুনা অয়েল কোঃ লিঃ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ ও ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৮/০৩/২০১২ হতে ২৭/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে ডিপোর মাসিক Loss/Gain Statement পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বর্তমান ডিজিটাল যুগে ডিপোসমূহে আধুনিক রাডার টাইপ অটো ট্যাংক গেজিং পদ্ধতি (Radar Based Auto Tanks Gauging System) চালু না করে ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে (Manual System) পরিমাপক ফিতা (Measurement Tap) দ্বারা ট্যাংকির তেল মাপার কারণে ডিপোসমূহ লোকসানের বোঝা বহন করছে। শুধুমাত্র মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ, বাঘাবাড়ী ডিপো, সিরাজগঞ্জে তিন বছরে (২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০) বিক্রয়কালীন ও তাপমাত্রাজনিত ক্ষতি হয়েছে ৫,৭৯,৩৬,৬০৩/-টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ক" তে দেখানো হলো)।
- সারাদেশে পরিশোধিত জ্বালানী তেল সংরক্ষণ ও বিপণনের জন্য পদ্মা অয়েল কোঃ এর ১৭টি, যমুনা অয়েল কোঃ এর ১৬টি এবং মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ এর ১৫টি ডিপো রয়েছে । স্বাভাবিক (Natural) তাপমাত্রায় তেল বিক্রি করা হলেও তেলের হিসাব করা হয় ৩০° সেলসিয়াসে। চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনা (Main Installation) হতে ডিপোতে তেল গ্রহণ, বিক্রয়কালীন এবং বিক্রয়ের পর কি পরিমাণ তেল ডিপোর ট্যাংকিতে মজুদ আছে তা Measurement Tap দ্বারা মাপা হয়। তারপর ট্যাংকির Calibration Chart and Co-Efficient Chart এর সাহায্যে Ullage (খালি) Water (পানি) ও মজুদ তেলের পরিমাণ মাপা হয়। এভাবে যুগযুগ ধরে চলমান প্রক্রিয়ায় পরিমাপক ফিতা দ্বারা স্টোরেজ ট্যাংকির তেল মাপা হয় এবং বিক্রয়কালীন ক্ষতি (Operational Loss) ও তাপমাত্রাজনিত ক্ষতি (Conversion Loss) সহ মাসিক Loss/Gain হিসাব করা হয়। এটি একটি ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি। কেননা, এ পদ্ধতিতে রেকর্ডপত্র যাচাই করে ট্যাংকির তেল গ্রহণ, বিতরণ ও মজুদ পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন। তাছাড়া, বিক্রয়কালীন এবং তাপমাত্রাজনিত ক্ষতি যাচাই করার বিষয়টি আরও জটিল। তাই প্রতিটি ডিপো হতে মাসিক Loss/Gain Statement এ ক্ষতি প্রদর্শন করে প্রতিটি কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হলেও আজ অবধি কোন বিরূপ মন্তব্য/প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি।
- সমগ্র বিষয়টি তুলে ধরার জন্য মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ, বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ ডিপোকে নমুনা হিসেবে নিরীক্ষা আপত্তিতে বিবৃত করা হলো। এ পদ্ধতি প্রতিটি কোম্পানীর সকল ডিপোতে চলমান এবং একই। বিদ্যমান পদ্ধতিতে ডিপোর ওপর নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং করা দূরূহ কাজ।
- নিরীক্ষা দল কর্তৃক বিভিন্ন ডিপো পরিদর্শন ও রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ডিপোতে চলমান Manual System এ ট্যাংকির তেল মাপা এবং হিসাব রক্ষণ পদ্ধতিটি (Sale Natural, accounts 30°) সনাতন ও ত্রুটিপূর্ণ। তাছাড়া এ পদ্ধতি সম্পর্কে বিপিসি বা মন্ত্রণালয়ের কোন নির্দেশ/ নীতিমালা পাওয়া যায়নি। তাই, আধুনিক ডিজিটাল যুগে ডিপোতে ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে জ্বালানী তেল পরিমাপ এবং হিসাব পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন জরুরী। তথ্য সংগ্রহে জানা যায়, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ডিপোতে ট্যাংকির তেল পরিমাপের জন্য রাডার টাইপ অটো ট্যাংক গেজিং সিস্টেম (Radar Based Auto Tanks Gauging System) চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে ট্যাংকিতে তেল গ্রহণ, বিতরণ এবং মজুদ পরিমাণ Automatic Radar মেশিনে তাৎক্ষণিক জানা যায়। আমাদের দেশে পর্যায়ক্রমে (গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপিত ডিপো বিবেচনায়) Radar Based Auto Tanks Gauging System জরুরী ভিত্তিতে চালু করা আবশ্যক বলে নিরীক্ষা মনে করে। এ পদ্ধতিতে জ্বালানী তেল বিপণন, বিক্রয় ও হিসাব ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনা সম্ভব হবে এবং Operational Loss and Conversion Loss হ্রাস পাবে। Auto Gauging System চালু হলে উক্ত পদ্ধতিটি আরও গতিশীল করার জন্য এবং ডিপোর ওপর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মনিটরিং/ তদারকির নিমিত্ত বিপিসি-তে Intrigrated Software Install করা যেতে পারে।
- তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের সকল ডিপোর Operational Loss এবং Conversion Loss বাবদ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট ১১.০৩ কোটি, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১১.১৭ কোটি এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে ১০.১৭ কোটি অর্থাৎ ৩ বছরে সর্বমোট ৩২.৩৭ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। অথচ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের প্রধান স্থাপনা এবং অন্যান্য ডিপোতে স্থাপিত ১,৬৩,৩০৮ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মোট ১০৪ টি স্টোরেজ ট্যাংকিতে Radar Based Auto Tanks Gauging System চালু করা হলে সর্বোচ্চ ১০.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় হতে পারে। যা প্রতিটি কোম্পানীর একবছরের লোকসান অপেক্ষা কম খরচে সকল স্টোরেজ ট্যাংকিতে রাডার মেশিন স্থাপন করে লোকসান কমানো সম্ভব হবে। তাই বিপিসি কর্তৃপক্ষের সঠিক পরিকল্পনা এবং উদ্যোগের অভাবে প্রতিটি ডিপোতে Operational Loss এবং Conversion Loss বাবদ সরকারের প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, পদ্মা অয়েল কোঃ লিঃ, চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ৩৪ টি ট্যাংকে; যমুনা অয়েল কোঃ লিঃ, চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ১৫ টি ট্যাংকে এবং মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ, চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ২৭ টি ট্যাংকে অটো ট্যাংক গেজিং সিস্টেম চালুর জন্য এলসি খোলা হয়েছে। সাপ্লায়ার্স কর্তৃক সরবরাহের পর সহসাই স্থাপন করা হবে। তাছাড়া, পর্যায়ক্রমে সকল স্থাপনায় অটো ট্যাংক গেজিং প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, গত ২২.০৬.২০০৮ তারিখ বিকাল ৩.০০ টায় কমিশনার অব কাষ্টমস্, কাষ্টম হাউজ (আমদানি), চট্টগ্রামের সভাপতিত্বে কাষ্টম হাউজের সম্মেলন কক্ষে বন্ডেড ওয়্যার হাউজ লাইসেন্সধারী ট্যাংক টার্মিনাল এবং পরিশোধনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে Radar Control Capacity Meter স্থাপনের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় Radar Control Capacity Meter স্থাপনের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় পদ্মা অয়েল কোঃ লিঃ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ, যমুনা অয়েল কোঃ লিঃ, স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোঃ লিঃ এবং ইষ্টার্ন লুব্রিকেন্ট ব্লেন্ডার্স লিঃ এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। Radar Control Capacity Meter স্থাপনের উক্ত সিদ্ধান্তের সুদীর্ঘ ৪ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আজ অবধি তা কার্যকর করা হয়নি। ইতোমধ্যে ৪ বছরে ৫টি কোম্পানীর শত শত কোটি টাকা লোকসান হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ১২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, অটো গেজিং পদ্ধতির কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নপূর্বক নিরীক্ষা আপত্তির আলোকে পুনঃ জবাব প্রদানের জন্য সংস্থাকে বলা হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে ২১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- সরকারের সিদ্ধান্ত যথাসময়ে বাস্তবায়ন না করার কারণে সংঘটিত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থের অপচয়রোধ, যথাযথ আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপালন এবং সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Manual System এর পরিবর্তে স্টোরেজ ট্যাংকিতে জরুরী ভিত্তিতে Digital পদ্ধতিতে Auto Tanks Gauging System চালু করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ২।

শিরোনাম ঃ পরিশোধিত তেল আমদানির ক্ষেত্রে দেশের শোর (Shore) ট্যাংকিতে (প্রধান স্থাপনা) প্রকৃত প্রাপ্ত তেলের পরিমাণের পরিবর্তে আউটার এ্যাংকর সার্ভে রিপোর্টের পরিমাণের উপর মূল্য পরিশোধ করায় ক্ষতি ১,৪৩,৮৩,৭২১.৫৯ মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশী টাকায় ৯৯,৬৬,২৫,২৫৭ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি),চট্টগ্রাম এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষা ১৮/০৩/১২ হতে ২৭/৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে প্রতিষ্ঠানের জাহাজ রেজিষ্ট্রার, নথি, আমদানি সংক্রান্ত চুক্তিপত্র,আমদানি তথ্য, সার্ভে রিপোর্ট ও অন্যান্য জরুরী রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বিপিসি কর্তৃক পরিশোধিত তেল আমদানির মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে শোর ট্যাংকে প্রকৃত প্রাপ্তির পরিমাণের পরিবর্তে বহিঃনোঙ্গরে (কুতুবদিয়া) সার্ভে রিপোর্টের পরিমাণের ওপর মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের ১৪৩৮৩৭২১.৫৯ মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশী টাকায় ৯৯,৬৬,২৫,২৫৭ টাকা ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "খ" তে দেখানো হলো)।
- নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, চুক্তির আওতায় পরিশোধিত তেল বহনকারী জাহাজ বাংলাদেশের কুতুবদিয়া বহিঃনোঙ্গরে আসার পর Independent Surveyor কর্তৃক Ullage Survey করানো হয়। চুক্তি অনুসারে উক্ত সার্ভে পরিমাণের ওপর বৈদেশিক মুদ্রায় তেলের মূল্য পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে আনীত তেল গুপ্তখাল প্রধান স্থাপনায় (পতেঙ্গা) পৌছানোর পর বিপিসি কর্তৃক মনোনীত Local Surveyor কর্তৃক পুনরায় সার্ভে করা হয় এবং Handling Company (পদ্মা/মেঘনা/যমুনা) কর্তৃক Joint Deep Certificate (JDC) করতঃ বিপণন কোম্পানী সমূহের প্রধান স্থাপনায় শোর ট্যাংকিতে গ্রহণ করা হয় । Handling Company প্রতিটি জাহাজের জন্য আমদানি তথ্য বিপিসিকে সরবরাহ করে।
- Independent Survey, Local Survey এবং আমদানি তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বহিঃনোঙ্গরে (Independent Survey) রিপোর্টে যে পরিমাণ তেল পাওয়া যায় প্রকৃত পক্ষে শোর ট্যাংকিতে উহা অপেক্ষা কম তেল পাওয়া যায়। কেননা বহিঃনোঙ্গরে (গভীর সমুদ্রে) জাহাজ থাকে প্রচন্ড বাতাস ও ঢেউ এর তোড়ে দোদুল্যমান এবং কর্ণফুলী নদীর ভিতরে প্রধান স্থাপনায় জাহাজ থাকে বাতাস ও ঢেউ মুক্ত/স্থির। স্বাভাবিক ভাবেই দোদুল্যমান অবস্থায় তৈলের পরিমাণ Accurate (সঠিক) হয় না। স্থির অবস্থার পরিমাপই সঠিক হয়। আর এ মাপের (Local Survey) ভিত্তিতেই বিপণন কোম্পানীসমূহ তেল গ্রহণ করে এবং বিপিসিকে মূল্য পরিশোধ করে। Independent Survey রিপোর্টের ভিত্তিতে নয়। ফলে প্রকৃত গ্রহণের পরিমাণ হতে মূল্য পরিশোধের পরিমাণ (Bill Qty) বেশী হওয়ায় এবং তেল গ্রহণ না করা সত্ত্বেও মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে ।
- উল্লেখ্য, জ্বালানী তেল বিদেশস্থ Load Port হতে চট্টগ্রাম বহিঃনোঙ্গরে হাজার হাজার কিলোমিটার সমুদ্রপথে পরিবহনের ফলে Ocean Loss (Transit Loss) হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে Ocean Loss এর পরিবর্তে Ocean Gain হচ্ছে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বহিঃনোঙ্গর হতে পতেঙ্গা প্রধান স্থাপনা পর্যন্ত প্রায় ২৫/৩০ কিঃ মিঃ সমুদ্র পথে সর্বদাই Transit Loss দেখানো হচ্ছে। যেক্ষেত্রে হাজার হাজার কিঃ মিঃ পথে ক্ষতির তুলনায় স্বল্প দূরত্বে বেশী পরিমাণ পরিবহনজনিত ক্ষতি প্রদর্শণ পূর্বক সরকারের বিপুল আর্থিক ক্ষতি কোন ক্রমেই যুক্তি সংগত নয়। সার্ভে রিপোর্ট হতে দেখা যায়, বহিঃনোঙ্গরে গভীর সমুদ্রে সার্ভে করার সময় জাহাজ থাকে প্রচন্ড বাতাস ও ঢেউ এর তোড়ে দোদুল্যমান। এ দোদুল্যমান অবস্থায় সার্ভে রিপোর্টে উল্লিখিত তেলের মাপ সঠিক না হওয়াটাই স্বাভাবিক। ক্ষতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ-

সাল	বহিঃনোঙ্গরে সার্ভে পরিমাণ (যার উপর মূল্য পরিশোধিত হয়)	বিপণন কোং কর্তৃক শোর ট্যাংকিতে প্রকৃত প্রাপ্তির পরিমাণ	বহিঃনোঙ্গরে অপেক্ষা শোর ট্যাংকিতে কম প্রাপ্তির পরিমাণ (ক্ষতি)	ক্ষতির পরিমাণ		Conversion Rate
	(ব্যারেল)	(ব্যারেল)	(ব্যারেল)	মার্কিন ডলার	বাংলাদেশী টাকা	
১	২	৩	৪ (২-৩)	৫	৬	৭
২০০৫-০৬	১,৬৮,২৫,৩১০	১,৬৭,৮৭,২৩৪	৩৮০৭৬	২৯,০১,০৭২	১৯,৪৯,৬০,৭৮৪	৬৭.২০৩০
২০০৬-০৭	১,৮৪,১২,৪৮৯	১,৮৩,৭৯,৯৮৫	৩২,৫০৪	২৫,৪৫,৮৫৯	১৭,৮০,৫৯,০৪৮	৬৯.৯৪০৬
২০০৭-০৮	১,৫৯,৩৬,১৬৬	১,৫৯,০৯,৫৩৭	২৬,৬২৯	৩০,৮৭,০৫৩	২১,৩৭,৪০,৫১০	৬৯.২৩৭৭
২০০৮-০৯	১,৮৬,১২,০৮৯	১,৮৫,৭৯,৪২৭	৩২,৬৬২	২৬,৩০,৫৩৬	১৮,৪১,৯৫,০৭১	৭০.০২১৮
২০০৯-১০	২,০০,৮৩,২৮০	২,০০,৪৫,৫১৩	৩৭,৭৬৭	৩২,১৯,২০২	২২,৫৬,৬৯,৮৪৪	৭০.১০১১
	৮,৯৮,৬৯,৩৩৪	৮,৯৭,০১,৬৯৬	১,৬৭,৬৩৮	১,৪৩,৮৩,৭২২	৯৯,৬৬,২৫,২৫৭	

- বিপিসি কর্তৃক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কুয়েত পেট্রোলিয়াম কর্পোঃ (KPC) এর (নমুনা স্বরুপ) সহিত সম্পাদিত ২৬/১০/০৪ খ্রিঃ তারিখের চুক্তির Clause -G অনুযায়ী খালাস বন্দরে Independent inspector কর্তৃক ইস্যুকৃত Certificates of Quality and Quantity অনুযায়ী বিক্রেতা কর্তৃক প্রেরিত Commercial Invoiceএ উল্লিখিত পরিমাণের ১০০% মূল্য বিক্রেতা পরিশোধে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অর্থাৎ Independent inspector/ Surveyor কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত।
- কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তেল গ্রহণ না করেও তেলের মূল্য পরিশোধসহ সার্ভে ফি, বীমা, ডিউটি ভ্যাট ইত্যাদি চার্জ সমূহ Commercial Invoice এর পরিমাণের ভিত্তিতে পরিশোধ করা হচ্ছে। এতে বিপিসি তথা সরকারের বছরে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে এবং সরকারের স্বার্থও ক্ষুন্ন হচ্ছে।
- বিপিসি কর্তৃক বিদেশী সরবরাহকারীদের সহিত স্বার্থ বিরোধী এহেন চুক্তিপত্র সম্পাদন করায় সরকার বিপুল অংকের ক্ষতির সম্মূখীন হচ্ছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, দেশের চাহিদা, তেল খালাসের অবকাঠামোগত (বন্দর চ্যানেল, জেটি, পাইপ লাইন ইত্যাদি) সুবিধা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক নিয়মনীতি, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিপিসি'র ট্যাংকের পরিমাপের ওপর পণ্য সরবরাহে আগ্রহী না হওয়া, তেল স্থাপনার নিরাপত্তা, দেশের জ্বালানী তেলের আমদানি অব্যাহত রাখা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার বিষয় বিবেচনা করে চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব সন্তোষজনক নয়। প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রামে তেল খালাসের অবকাঠামোগত সকল সুবিধা বিদ্যামান রয়েছে এবং বিদেশী ও তাদের নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রধান স্থাপনায় প্রবেশের নিরাপত্তার অজুহাত যুক্তিসঙ্গত নয়। তাছাড়া, বিপিসি'র ট্যাংকে তেল সরবরাহে বিদেশী কোম্পানী কর্তৃপক্ষের অনাগ্রহ সম্পর্কিত কোন তথ্যাদি নথিতে পাওয়া যায়নি। প্রধান স্থাপনার শোর ট্যাংকিতে প্রকৃত প্রাপ্ত তেলের পরিমাপের ওপর মূল্য পরিশোধের বিষয়ে বিপিসি কর্তৃক কোন প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল কিনা তার সপক্ষে নিরীক্ষাকালীন, কোন দালিলিক প্রমাণক পাওয়া না যাওয়ায় জবাব যথাযথ হিসেবে বিবেচিত হয়নি।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০/৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়।
- জবাব না পাওয়ায় ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ১২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি অনুযায়ী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান জেটি থেকে জেটিতে তেল পৌছানোর জন্য তেলের পরিমাপ করে বিল পরিশোধের চুক্তি না থাকায় নিরীক্ষা আপত্তিতে উল্লিখিত বিপিসি'র আর্থিক ক্ষতির কারণ ব্যাখ্যাসহ পুনঃ জবাব প্রদানের জন্য সংস্থাকে বলা হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে ২১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ত্রুটিপুর্ণ পরিশোধ চুক্তির কারণে সরকারের কোটি কোটি টাকা ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- তেল গ্রহণ না করেও বিদেশী কোম্পানীকে কোটি কোটি টাকা অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ বন্ধের লক্ষ্যে চুক্তির পরিশোধ সংক্রান্ত ধারা সংশোধন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ৩।

শিরোনাম ঃ জ্বালানী তেলের অপরিকল্পিত আমদানিসূচী প্রণয়ন করে স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি অপেক্ষা অতিরিক্ত তেল আমদানি করায় স্থান সংকুলানের অভাবে (Ullage Problem) খালাসের অপেক্ষায় নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় জাহাজ ফ্লোটিং করে রাখায় বিলম্বজনিত ডেমারেজ পরিশোধে দেশের ক্ষতি ৬,৯৬,৫৭,৯৪৯ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং এর আওতাধীন পদ্মা অয়েল কোঃ লিঃ, যমুনা অয়েল কোঃ লিঃ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ ও ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৮/০৩/২০১২ হতে ২৭/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিপিসি'র ডেমারেজ সংক্রান্ত নথি, রেজিস্টার এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- বিপিসি কর্তৃপক্ষের জ্বালানী তেলের অপরিকল্পিত আমদানিসূচী/লাইনআপ প্রণয়ন করে চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি অপেক্ষা অতিরিক্ত তেল আমদানি করায় স্থান সংকুলানের অভাবে (Ullage Problem) খালাসের অপেক্ষায় নির্ধারিত সময়ের (Lay Time) অতিরিক্ত সময় চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ফ্লোটিং করে রাখায় বিলম্বজনিত ডেমারেজ পরিশোধে কুয়েত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (KPC) কে ১৬ টি ক্লেইমে জুলাই/০৭ হতে ডিসেম্বর/০৯ পর্যন্ত মোট মার্কিন ডলার ৫,৮১,২৩৯.২৪; পেট্রোনাস ট্রেডিং কর্পোরেশন (PETCO) কে মে/০৯ হতে জুলাই/১০ পর্যন্ত ১১ টি জাহাজের ডেমারেজ ক্লেইম বাবদ মার্কিন ডলার ২,৭৫,৭০৭.৬৯ এবং ফিলিপাইন ন্যাশনাল অয়েল কো: (PNOC) কে জানুয়ারী/১০ ও মার্চ/১০ মাসে মোট ২টি ক্লেইমে মার্কিন ডলার ১,৪০,৮৭৫.০০ সর্বমোট ৯,৯৭,৮২১.৯৩ মার্কিন ডলার বাংলাদেশী সমমানের ৬,৯৬,৫৭,৯৪৮.৯৩ টাকা দেশের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "গ" তে দেখানো হলো)।
- ডেমারেজ নথি, তথ্যাদি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম শোর ট্যাংকিতে (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা) বর্তমানে ৩০/৩১ দিনের জ্বালানী তেল মজুদ রাখার মত ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। এ হিসেবে মাসে ৬-৭ টি জাহাজের তেল সুষ্ঠুভাবে (Smoothly) খালাস করা সম্ভব হয়। National Energy Policy ১৯৯৬ অনুযায়ী দেশে জ্বালানী নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে মজুদক্ষমতা ৪০ দিন থেকে বাড়িয়ে ৬০ দিনের করা হয়। এ সিদ্ধান্তের সুদীর্ঘ ১৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বিপিসি কর্তৃপক্ষ স্টোরেজ ক্যাপাসিটি না বাড়িয়ে অপরিকল্পিতভাবে প্রতিমাসে ১০-১২টি জাহাজের মাধ্যমে জ্বালানী তেল আমদানি করে আসছে। ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্থান সংকুলানের অভাবে (Ullage Problem) আমদানিকৃত জ্বালানী তেল খালাসের অপেক্ষায় চট্টগ্রাম বন্দরে ফ্লোটিং অবস্থায় থাকে। ডেমারেজ পরিশোধ বিষয়ে ২১/০৬/২০১১ তারিখের ৮০৩ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩০০০০ + ১০% মেট্রিক টন পরিশোধিত তেলবাহী জাহাজের জন্য Lay Time হচ্ছে ১০৮ ঘন্টা অর্থাৎ সাড়ে চার দিন। কিন্তু Storage Capacity (৬-৭ টি জাহাজ) অপেক্ষা অতিরিক্ত জাহাজে (১০-১২টি জাহাজ) তেল আমদানি করায় বাকী জাহাজগুলো বন্দরে অপেক্ষমান থাকে। ফলে নির্ধারিত Lay Time সাড়ে চারদিন অপেক্ষা অতিরিক্ত সময় জাহাজ ফ্লোটিং অবস্থায় থাকে। তেল কোম্পানীর সাথে বিপিসি'র চুক্তিপত্রের Article ৪.১ of Part-১১১ অনুযায়ী Lay Time এর মধ্যে ক্রেতা (বিপিসি) মালামাল খালাসে ব্যর্থ হলে বিক্রেতা (বিদেশী কোম্পানী) কে অতিরিক্ত সময়ের জন্য ডেমারেজ প্রদান করতে হবে। এভাবে Storage Capacity না বাড়িয়ে বিপিসি কর্তৃক অপরিকল্পিতভাবে জ্বালানী তেল আমদানি করায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারকে কোটি কোটি টাকা Ullage Problem জনিত কারণে ডেমারেজ চার্জ হিসেবে পরিশোধ করতে হচ্ছে।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, National Energy Policy-১৯৯৬ ও চুক্তিপত্রের দোহাই দিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে Demurrage Claim পরিশোধ করা হয়। বিপিসি কর্তৃপক্ষের এ যুক্তি যথাযথ নয়। কেননা, পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার প্রধান স্থাপনায় (M.I.) Storage ট্যাংকি নির্মাণ করার মত পর্যাপ্ত জায়গা এবং বিশেষজ্ঞ রয়েছে। শুধুমাত্র বিপিসি কর্তৃপক্ষের সঠিক সিদ্ধান্ত, উদ্যোগ এবং মনিটরিং এর অভাবে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ডেমারেজ প্রদান করতে হচ্ছে। এলসি সংক্রান্ত (Financial Hold) অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ/প্রতিকূলতার জন্য জাহাজের কার্গো খালাসে বিলম্ব হলে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি দায়ী নয়। কিন্তু বিপিসি কর্তৃপক্ষ যেভাবে Storage Capacity না বাড়িয়ে প্রতি মাসে ৬-৭ টি জাহাজ খালাসের ধারণক্ষমতার স্থলে ১০-১২টি জাহাজে তেল আমদানি করে অতিরিক্ত জাহাজগুলো Lay Time অপেক্ষা অতিরিক্ত সময় Hold করে রেখে Ullage Problem সৃষ্টি করে ডেমারেজ দিচ্ছে সেজন্য বিপিসি'র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ষ্টোরেজ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও জ্বালানী নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে দেশে জ্বালালী তেলের সংকট পরিহারের লক্ষ্যে কমপক্ষে ৪০ দিনের জ্বালানী তেল মজুদ রাখার বিষয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এ বিষয় বিবেচনায় রেখে জ্বালানী তেলের আমদানি সূচী/লাইন আপ প্রণয়ন করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ দি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬ এর ৬(এইচ) ধারা মোতাবেক পেট্রোলিয়াম (ক্রুড এন্ড রিফাইন্ড) জাত দ্রব্যের ষ্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ এর পরিকল্পনা এবং স্থাপন করার দায়িত্ব বিপিসি কর্তৃপক্ষের। ষ্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ না বাড়িয়ে জ্বালানী তেল আমদানি করলে Ullage Problem জনিত কারণে প্রতিনিয়ত বিদেশী কোম্পানীকে ডেমারেজ প্রদান করতে হবে- এ বিষয়টি বিপিসি কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত জেনেও অতিরিক্ত তেল আমদানি করছেন।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০/৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ১২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ষ্টোরেজ ফ্যাসিলিটি অনুযায়ী সুষ্ঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের অভাবে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় জাহাজ ফ্লোটিং করায় ডেমারেজ বাবদ ক্ষতির বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ পুনঃ জবাব প্রদানের জন্য সংস্থাকে বলা হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে ২১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ডেমারেজ জনিত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- ডেমারেজ বাবদ সরকারি অর্থের ক্ষতিরোধে দেশের প্রকৃত চাহিদানুযায়ী জ্বালানী তেলের পরিকল্পনাসূচী/ লাইন-আপ প্রণয়ন করা আবশ্যক।
- Storage Capacity বাড়ানোর কার্যক্রম গ্রহণ আবশ্যক।
- এ বিষয়ে ভবিষ্যতে এ জাতীয় অনিয়ম রোধকল্পে সতর্কতা অবলম্বন/যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৪।

শিরোনাম ঃ বিপিসি কর্তৃক পরিশোধিত তেল আমদানির ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে **Bill of Lading** (বি/এল) পরিমাণের ওপর মূল্য পরিশোধের শর্ত না রেখে ইনভয়েস পরিমাণের (**Independent Inspector/Surveyor কর্তৃক Out turn report at outer Anchor**) ওপর মূল্য পরিশোধের শর্ত রাখায় বিপিসি তথা সরকারের ক্ষতি ১৮৪৭১২৫.২৩ মার্কিন ডলার বাংলাদেশী টাকায় ১২,৬৯,৭০,৩০৪।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং এর আওতাধীন পদ্মা অয়েল কোঃ লিঃ, যমুনা অয়েল কোঃ লিঃ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ ও ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৮/০৩/২০১২ হতে ২৭/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে POL Product Import রেজিষ্টার, জাহাজ নথি, সার্ভে রিপোর্ট, মূল্য পরিশোধ নথি ও অন্যান্য জরুরী রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- বিপিসি কর্তৃক পরিশোধিত তেল আমদানির ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রের শর্তের মধ্যে Bill of Lading এর ওপর মূল্য পরিশোধের Provision না রেখে Independent Inspector কর্তৃক ইস্যুকৃত Certificate of Quality & Quantity এর ভিত্তিতে বিক্রেতা কর্তৃক Commercial Invoice এর পরিমাণের ওপর তেলের মূল্য পরিশোধ করায় বিপিসি তথা সরকারের ১৮৪৭১২৫.২৩ মার্কিন ডলার বাংলাদেশী সমমানের ১২,৬৯,৭০,৩০৪ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঘ" তে দেখানো হলো)।
- বিপিসি কর্তৃক পরিশোধিত ডিজেল,কেরোসিন, জেট-এ-১, পেট্রোল/অকটেন সরাসরি আমদানির ক্ষেত্রে Kuwait Petroleum Corporation(KPC), Petronas Trading Corporation (PETCO), Maldives National Oil Company (MNOC), Philippine National Oil Company (PNOC), Middle East Oil Refinery (MIDOR), Emirates National Oil Company (ENOC), Emirates General Petroleum Corporation (Emirate) এবং Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) প্রভৃতি সংস্থাগুলোর সাথে চুক্তি করে ।
- চুক্তির ক্ষেত্রে BPCL ব্যতীত অন্যান্য সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী খালাস বন্দরের আউটার এ্যাংকরে (বহির্নোঙ্গরে) Independent Inspector/Surveyor কর্তৃক ইস্যুকৃত Certificate of Quality & Quantity (Out-turn/Servey Qty) এর ভিত্তিতে বিক্রেতা কর্তৃক Commercial Invoice প্রস্তুত করতঃ - BPC-তে প্রেরণ করা হয়। বিপিসি কর্তৃক ইনভয়েসের পরিমাণের উপর তেলের মূল্য পরিশোধ করা হয়ে থাকে, বি/এল পরিমাণের ওপর নয়। এ প্রক্রিয়ায় মূল্য পরিশোধ করার ফলে বাস্তবে দেখা যায় যে, বি/এল পরিমাণ অপেক্ষা বেশী পরিমাণের ওপর মূল্য পরিশোধ করা হয়ে থাকে।
- নিরীক্ষা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Bharat Petrolium Corporation Ltd (BPCL)/Indian Oil Co Ltd (IOCL) চুক্তির আওতায় আনীত তেলের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে বি/এল পরিমাণের ওপর চুক্তি করা হয়। তাতে বি/এল পরিমাণ এবং বহিঃনোঙ্গরে সার্ভের পরিমাণ ও সার্ভে রিপোর্টের পরিমাণের তারতম্য হয় না অর্থাৎ কম বেশী হয় না। কেবলমাত্র অন্যান্য বিদেশী তেল কোম্পানীর সাথে চুক্তিপত্রে বি/এল ও সার্ভে পরিমাণের তারতম্য হয়।
- নথি পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশ হতে আমদানিকৃত পরিশোধিত তেলের পরিমাণ বি/এল পরিমাণ অপেক্ষা বহিঃনোঙ্গরে সার্ভে রিপোর্টে তেলের পরিমাণ বেশী হয় আবার কমও হয়। ফলে কম/বেশী পরিমানের ওপর মূল্য পরিশোধ করতে হয়। আবার বহিঃনোঙ্গরে সার্ভে রিপোর্টে উল্লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা প্রধান স্থাপনার Shore Tank -এ গ্রহণের পরিমাণ কম হয়।
- নিরীক্ষা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য কম বেশী সমন্বয় করার পরও সরকারের বর্ণিত অর্থ বিপিসি কর্তৃক সম্পাদিত ত্রুটিপূর্ণ চুক্তিপত্রের কারণে ক্ষতি সাধিত হয়েছে। নিম্নে বি/এল পরিমাণ অপেক্ষা বেশী/ কম এর তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো ঃ

সাল	ইনভয়েজ অপেক্ষা বি/এল অনুযায়ী বেশী পরিমাণ মূল্য পরিশোধ		বি/এল অপেক্ষা কম পরিমাণের ওপর মূল্য পরিশোধ		বেশী/কম সমন্বয় করার পরও অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধিত হয় (নীট ক্ষতি)		Conversion Rate	টাকা
	ব্যারেল	মার্কিন ডলার	ব্যারেল	মার্কিন ডলার	ব্যারেল	মার্কিন ডলার		
২০০৫-০৬	১৭২০৬	১২,৯৭,৮১৫.৮০	৯৪১৩	৭,০৬,৩১৪.১৫	৭৭৯৩	৫,৯১,৫০১.৬৫	৬৭.২০৩০	৩,৯৭,৫০,৬৮৫
২০০৬-০৭	১৭৭৬০	১৩,৮২,২৪৭.৪০	১২৮৬৯	১০,০৫,২৪৩.৮৯	৪৮৯১	৩,৭৭,০০৩.৫১	৬৯.৯৪০৬	২,৬৩,৬৭,৮৫২
২০০৭-০৮	১৯৪৩১	২১,৮৯,০৭৫.২৩	১০৫০১	১৩,৩৩,৫৮১.৫১	৮৯৩০	৮,৫৫,৪৯৩.৭২	৬৯.২৩৭৭	৫,৯২,৩২,৪১৮
২০০৮-০৯	১১৩৭৮	১০,৮৪,৩১৯.৪৮	১৩৩৮৫.৫৫	১০,৬১,১৯৩.১৩	(-) ২০০৭.৫৫	২৩,১২৬.৩৫	৭০.০২১৮	১৬,১৯,৩৪৯
	৬৫৭৭৫	৫৯,৫৩,৪৫৭.৯১	৪৬১৬৮.৫৫	৪১,০৬,৩৩২.৬৮	১৯৬০৬.৪৫	১৮,৪৭,১২৫.২৩		১২,৬৯,৭০,৩০৪

- উপরের চিত্র হতে দেখা যায় যে, চুক্তিপত্রে বি/এল পরিমাণের ওপর মূল্য পরিশোধের শর্তারোপ এবং সে অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ করা হলে সরকার লাভবান হতো। ২০০৫-০৬ হতে ২০০৮-০৯ পর্যন্ত ৪ বছরে বি/এল পরিমাণ হতে বেশী পরিশোধ করা হয় ৬৫৭৭৫ ব্যারেলের জন্য যার মূল্য ৫৯,৫৩,৪৫৭.৯১ মার্কিন ডলার। অন্যদিকে বি/এল পরিমাণ হতে কম পরিশোধ করা হয় ৪৬১৬৮,৫৫ ব্যারেলের জন্য যার মূল্য ৪১,০৬,৩৩২.৬৮ মার্কিন ডলার। বেশী হতে কম পরিমাণের সমন্বয় সাধন করার পরও ১৯,৬০৬.৪৫ ব্যারেলের মূল্য সরকারকে অতিরিক্ত পরিশোধ করতে হয়েছে। চুক্তিপত্রের দুর্বলতার কারণে অর্থাৎ বি/এল পরিমাণের ওপর মূল্য পরিশোধের শর্তারোপ না করার কারণে সরকারকে অতিরিক্ত ১৯,৬০৬.৪৫ ব্যারেলের মূল্য ১৮,৪৭,১২৫.২৩ মার্কিন ডলার পরিশোধ করতে হয়েছে। যার ফলে সরকারের ১২,৬৯,৭০,৩০৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব প্রদান না করায় আপত্তির যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- দেশের স্বার্থে চুক্তিপত্রে বি/এল পরিমাণের উপর মূল্য পরিশোধের শর্ত রাখা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০/৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ১২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, Bill of Lading এর উপর মূল্য পরিশোধ না করে ইনভয়েস পরিমাণের উপর মূল্য পরিশোধের শর্ত থাকায় সরকারের ক্ষতির সুস্পষ্ট কারণসহ পুনঃ জবাব প্রদানের জন্য সংস্থাকে বলা হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে ২১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- সরকারি অর্থের ক্ষতিরোধ এবং যথাযথ আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপালনের লক্ষ্যে ইনভয়েজ পরিমাণের ওপর মূল্য পরিশোধ না করে বি/এল পরিমাণের ওপর মূল্য পরিশোধের লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে চুক্তিপত্রের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ- ৫।

শিরোনাম ঃ Vessels Experience Factor (VEF) পদ্ধতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে এবং অধিকাংশ নেগেটিভ জাহাজ ভাড়া করায় Before VEF quantity অপেক্ষা After VEF quantity বেশী দেখিয়ে অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি ১,০০,৭৯২ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশী মুদ্রায় ৬৯,৯৪,৯৬৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং এর আওতাধীন পদ্মা অয়েল কোঃ লিঃ, যমুনা অয়েল কোঃ লিঃ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ ও ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৮/০৩/২০১২ হতে ২৭/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিপিসি'র জাহাজ ভাড়ার রেজিস্টার ও নথি, সার্ভে রিপোর্ট, চুক্তিপত্র, পেমেন্ট নথি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- Vessels Experience Factor (VEF) পদ্ধতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে এবং অধিকাংশ নেগেটিভ জাহাজ ভাড়া করায় Before VEF quantity অপেক্ষা After VEF quantity বেশী দেখিয়ে অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি ১,০০,৭৯২ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশী মুদ্রায় ৬৯,৯৪,৯৬৫ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঙ" তে দেখানো হলো)।
- দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির জন্য বিপিসি বিদেশের প্রায় ৮/৯টি তেল সরবরাহকারী সংস্থার সাথে চুক্তি করে বহু পূর্ব হতেই তেল আমদানি করে আসছে। কিন্তু সার্ভে/ Invoice quantity (যার উপর মূল্য পরিশোধ করা হয়) নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন চুক্তিতেই VEF apply করার কোন শর্ত ইতোপূর্বে ছিল না। ফলে Bill of Lading (B/L) quantity হতে Invoice quantity অনেক বেড়ে যায়। যার ফলে Vessels এর অবকাঠামো পজেটিভ বা নেগেটিভ হওয়ার কারণে তেল প্রাপ্ত না হয়েও অতিরিক্ত পরিমাণের উপর মূল্য পরিশোধ করে সরকারকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা (মার্কিন ডলার) গচ্ছা দিতে হয়েছে।
- বি/এল পরিমাণ অপেক্ষা Invoice quantity বেশী হওয়ায় এবং এতে সরকারের ক্ষতি বেশী হওয়ায় তা কমানোর লক্ষে বিপিসি কর্তৃক ০২/১২/২০০৮ তারিখের চুক্তি নবায়নকালে শুধুমাত্র ৩টি সংস্থা যেমনঃ (১) Petronas Trading Corporation (PETCO) এর সাথে ০১-১২-২০০৮ হতে, (২) Phillipine National Oil Company (PNOC) এর সাথে ০১-০৭-২০০৯ হতে এবং (৩) Kuwait Petroleum Corporation (KPC) এর সাথে ০১-০৭-২০১০ খ্রিঃ হতে VEF apply করার শর্ত আরোপ করা হয়।
- উক্ত শর্ত মোতাবেক চট্টগ্রাম বহিঃনোঙ্গরে জাহাজ আসার পর Independent সার্ভেয়ার কর্তৃক দুটো Quantity অর্থাৎ before applying VEF quantity এবং after applying VEF Quantity নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু কোন্ Quantity এর ওপর মূল্য পরিশোধ করা হবে, তা চুক্তির শর্তে কিছুই উল্লেখ নেই। দুর্বল চুক্তির কারণে বিপিসি কর্তৃক কখনো কখনো Before applying VEF quantity আবার কখনো After applying VEF quantity এর ওপর মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।
- নিরীক্ষা পর্যালোচনা করে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, সার্ভে রিপোর্টে Before applying VEF quantity অপেক্ষা After applying VEF quantity কম হয়েছে এবং এটাই স্বাভাবিক। কম পরিমাণের উপর মূল্য পরিশোধ করা হলে সরকার লাভবান হয়। অন্যদিকে সার্ভে রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পজিটিভ জাহাজের Before VEF অপেক্ষা After VEF quantity কম হয়। আবার নেগেটিভ জাহাজের ক্ষেত্রে Before VEF অপেক্ষা After VEF quantity বেশী হয়। বিপিসি কর্তৃক পজিটিভ জাহাজ ভাড়া করার সম্মতি প্রদান করা হলে After VEF quantity কম হওয়ার কারণে সরকার বিপুল পরিমাণ আর্থিক লাভবান হয়। কিন্তু তা না করে বিপিসি কর্তৃক অধিকাংশ নেগেটিভ জাহাজ ভাড়া করার সম্মতি প্রদান করায় Before VEF quantity অপেক্ষা After VEF quantity অর্থাৎ বেশী পরিমাণের উপর মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। পরিশিষ্টে বর্ণিত (নমুনা স্বরূপ) Voyage গুলোতে ব্যবহৃত Vessel গুলো Before VEF quantity অপেক্ষা After VEF quantity বেশী প্রদর্শন করা হয়েছে। বিপিসি কর্তৃক ত্রুটিপূর্ণ নেগেটিভ জাহাজ ভাড়া করা অথবা ত্রুটিপূর্ণ সার্ভে রিপোর্টের কারণে সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে Before/After VEF এর মধ্যে যেটি কম তার উপর মূল্য পরিশোধ করা হলে সরকারের ক্ষতি হতো না। এ ক্ষতির জন্য বিপিসি'র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী।

- নমুনা হিসেবে ৬টি জাহাজের (২০০৯-১০) সনের ক্ষতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ-

B/L Quantity (ব্যারেল)	Before VEF Qty (ব্যারেল)	After VEF Qty (ব্যারেল)	Bill Payment Qty (ব্যারেল)	Loss Qty (After-Before) (ব্যারেল)	Loss Amount	
					মার্কিন ডলার	টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১৭৭৯৮৭	১১৭৭২৫৫	১১৭৮৫০১	১১৭৮৫০১	১২৪৬	১০০৭৯২	৬৯,৯৪,৯৬৫

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, (PETCO) মালয়েশিয়ার সাথে ২/১২/০৮ তারিখের চুক্তি মোতাবেক VEF apply করে After applyingVEF পরিমাণের ওপর মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে একই কোম্পানীর সহিত ১০/০৯/০৯ তারিখের চুক্তি মোতাবেক বাল্ক ব্রেকিং কোয়ানটিটি ও বিএল কোয়ানটিটির মধ্যে পার্থক্য যদি ০.৩% এর কম হয় তবে সেক্ষেত্রে বাল্ক ব্রেকিং কোয়ানটিটির ওপর ভিত্তি করে কার্গো মূল্য পরিশোধ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ, ০২/১২/০৮ তারিখের চুক্তি মোতাবেক VEF Apply করার শর্ত থাকায় বিপিসি কর্তৃক ইচ্ছামাফিক কখনো Before Applying VEF আবার কখনো After Applying VEF পরিমাণের ওপর মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থাৎ কোন নীতিমালা অনুসরণ না করে কম/বেশী উভয় পরিমাণের ওপর মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ২০০৯ সনের পেটকোর ভয়েজ নং-৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮ ও ৪০ এর After VEF quantity ওপর মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। আবার ২০০৯ সনের পেটকোর ভয়েজ নং-১,৩,৫,৬,৭,৮ এর ক্ষেত্রে Before Applying VEF কোয়ানটিটির ওপর মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও চুক্তিপত্রের ব্যত্যয় ঘটেছে। অন্যদিকে ১০/০৯/২০০৯ তারিখের চুক্তিতে ০.০৩ এর বেশী হলে VEF Apply করতঃ After VEF quantity ওপর মূল্য পরিশোধের যে শর্তারোপ করা হয়েছে তাতেও দেখা যায়, শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ইচ্ছামাফিক Before Applying VEF/After Applying VEF এর প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও করা হয়েছে আবার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও করা হয়নি। কাজেই জবাব সঠিক নয়। অর্থাৎ বিপিসি কর্তৃপক্ষ সরকারের স্বার্থ চিন্তা না করে ইচ্ছামাফিক VEF Applying এর সুযোগে আপত্তিকৃত অর্থ বিদেশী কোম্পানীকে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করেছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ১২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দু'টি দেশ বা প্রতিষ্ঠান যখন চুক্তি স্বাক্ষর করে থাকে তখন চুক্তির শর্তাবলী প্রতিপালন করা উভয় দেশ/প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। জ্বালানী তেল আমদানীর ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে After Applying VEF প্রয়োগ করার বিষয় উল্লেখ থাকায় সে অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ বাধ্যতামূলক। ফলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে After Applying VEF এর প্রয়োগ করে Invoice quantity উপর মূল্য পরিশোধ করা হয়। Before Applying VEF বা After Applying VEF যেটি কম তার উপর মূল্য পরিশোধের নিরীক্ষা আপত্তিটি স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রে After Applying VEF অপেক্ষা After Applying VEF quantity কম ছিল। এ ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি সঠিক ও যুক্তিযুক্ত নয়। আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। After Applying VEF quantity কম ছিল তা সঠিক নয়। নিরীক্ষা আপত্তির আলোকে জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ২১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- নমুনা হিসেবে ২০০৯-১০ অর্থবছরের ৬টি জাহাজের ক্ষতি প্রদর্শিত হয়েছে। সামগ্রিক হিসাব করলে ক্ষতির পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।
- সরকারি আর্থিক ক্ষতির সাথে জড়িত দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে ক্ষতিকৃত অর্থ আদায় করতে হবে। তাছাড়া ক্ষতিকৃত অর্থ আদায়ের বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভবিষ্যতে এ জাতীয় ক্ষতিরোধ কল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- দেশের স্বার্থে Negative Ship এর সাথে চুক্তি না করে Positive Ship এর সাথে চুক্তি করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-৬।

শিরোনাম ঃ বিপিসি কর্তৃক সমাপ্ত বছরের উদ্বৃত্তপত্র, লাভ - লোকসান হিসাব ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত হালনাগাদ না করায় শুধুমাত্র ব্যবসায়িক খাতে বিপণন কোম্পানীর হিসাবের সংগে বিপিসি'র হিসাবে গরমিল ১০৭৬,০৭,০৬,৫২৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং এর আওতাধীন পদ্মা অয়েল কো: লি:, যমুনা অয়েল কো: লি:, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি: ও ইষ্টার্ন রিফাইনারী লি: এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৮/০৩/২০১২ হতে ২৭/০৬/২০১২ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষা কালে বিপিসি এবং কোম্পানীসমূহের চূড়ান্ত হিসাব ও এতদজরুরী রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বিপিসি কর্তৃক সমাপ্ত বছরের উদ্বৃত্তপত্র (Balance Sheet), লাভ - লোকসান হিসাব প্রস্তুত ও হালনাগাদ না করায় শুধুমাত্র ব্যবসায়িক খাতে কোম্পানীর হিসাবের সংগে বিপিসি'র হিসাবে গরমিল ১০৭৬,০৭,০৬,৫২৩ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " চ " তে দেখানো হলো)।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, বিপিসি'র ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরের হিসাব '' মেসার্স খান ওহাব শফিক রহমান এবং মেসার্স আহমেদ এন্ড আখতার " বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক জুন-জুলাই ২০১১ মাসে ৩ (তিন) বছরের হিসাব একত্রে প্রস্তুত করা হয়। বিপিসি'র হিসাব বিভাগের দায়িত্বে ১জন জিএম, ১ জন ডিজিএম, ১ জন ডিএম, ১ জন সহকারী ম্যানেজার, ১ জন জুনিয়র অফিসার এবং ৮ জন ষ্টাফ অর্থাৎ মোট ১৩ জন স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছে। তাছাড়া, বিপিসি'র হিসাব বিভাগে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ এর ২ জন, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ এর ২ জন এবং ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ এর ১ জন অর্থাৎ মোট ৫ জন হিসাবের কাজে প্রেষণে নিয়োজিত আছেন। তা সত্ত্বেও বিপিসি'র নিজস্ব জনবল দ্বারা হিসাবের কাজ প্রতিবছর যথাসময়ে সম্পন্ন করা হয়না। প্রত্যেক সমাপ্ত বছরের উদ্বৃত্তপত্র, লাভ-লোকসান হিসাব প্রস্তুত করার দায়িত্ব বিপিসি'র ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের। সিএ ফার্মের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হিসাব পরীক্ষা করা এবং নিরীক্ষার ভিত্তিতে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করা । কিন্তু এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে বিপিসি'র ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিজেরা যথাসময়ে হিসাবের কাজ সম্পাদন না করে সিএ ফার্ম এবং কোম্পানীর লোক দ্বারা হিসাবায়ন করছেন ।
- উল্লেখ্য, দি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর ২০ নং ধারা মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের হিসাব এবং অন্যান্য জরুরী রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করা এবং সে অনুযায়ী বার্ষিক বিবরণী, লাভ-ক্ষতি হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করার দায়িত্ব বিপিসি কর্তৃপক্ষের। কিন্তু কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ উক্ত অধ্যাদেশের বর্ণিত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সঠিক হিসাব প্রস্তুত ও পরিচালনা করছেন না। ফলে হিসাব পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় বিপিসিতে চরম অব্যবস্থাপনার কারণে কোম্পানীর হিসাবের সংগে বিপিসি'র হিসাবে অস্বাভাবিক এবং মাত্রাতিরিক্ত গরমিল পরিলক্ষিত হয়েছে নিরীক্ষায়।
- বিপিসি ও তেল কোম্পানীর লাভ লোকসান হিসাব ও স্থিতিপত্র নিরীক্ষায় দেখা যায়, জ্বালানী তেলের মূল্য বাবদ পদ্মা অয়েল কোঃ লিঃ এর ৩০/০৬/১০ খ্রিঃ তারিখে দায়খাতে (Accounts Payable Trade) বিপিসি'র পাওনা দেখানো হয়েছে ২১৬৫,৮০,৭১,৬৫০ টাকা; অথচ বিপিসি'র হিসাবে উক্ত তারিখে চলতি সম্পদ খাতে (Accounts Receivable Trade) ১৯১৪,৮৪,২৯,৬৭২ টাকা স্থিতি প্রদর্শিত হয়েছে। ফলে গরমিল রয়েছে ২৫০,৯৬,৪১,৯৭৮ টাকা। যমুনা অয়েল কো: লি: ৩০/০৬/১০ খ্রিঃ তারিখে দায়খাতে (Accounts Payble Trade) ১২৫,২৯,৪৭,৩১৮ টাকা স্থিতি দেখালেও, বিপিসি কর্তৃক উক্ত তারিখে স্থিতি দেখানো হয়েছে ১৮০৩,২২,৮৯,৭১৯ টাকা অর্থাৎ কোম্পানীর হিসাব অপেক্ষা ১৬৭৭,৯৩,৪২,৪০১ টাকা বেশী দেখানো হয়েছে। অনুরূপভাবে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি: কর্তৃক আলোচ্য খাতে ৩০/০৬/১০ খ্রিঃ তারিখে ১২৬২,৬২,০৫,৬৪১ টাকা স্থিতি প্রদর্শন করলেও বিপিসি'র হিসাবে স্থিতি দেখানো হয়েছে ৯১১,৭২,১১,৭৪১ টাকা। ফলে বিপিসি'র হিসাবে কোম্পানীর পাওনা ৩৫০,৮৯,৯৩,৯০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে। এমতাবস্থায় ৩টি কোম্পানীর মোট হিসাবের সংগে বিপিসি'র হিসাবের গরমিল/পার্থক্য রয়েছে ১০৭৬,০৭,০৬,৫২৩ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, (ক) ২০০২-০৩ অর্থ বছরের পর থেকে কোম্পানী হিসাবের সাথে বিপিসি'র হিসাব সঙ্গতিসাধন করা হয়নি এবং হিসাব সঙ্গতিসাধন করার জন্য কোন প্রস্তাব বিপিসি হতে পাওয়া যায়নি। বিপিসি কর্তৃপক্ষ জবাবে জানান যে, হিসাব শাখায় সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ৫০% জনবলের ঘাটতি রয়েছে। অর্থাৎ বিপিসি'র হিসাব শাখার ২৬ টি পদের বিপরীতে লোকবল রয়েছে মাত্র ১৩ জন।
- (খ) দীর্ঘ দিন যাবত বিপিসি'র সাথে পরিচালিত হিসাবসমূহের সঙ্গতিসাধন সম্পাদিত না হওয়ায় গরমিল পরিলক্ষিত হতে পারে এবং মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ হতে জবাবে জানানো হয় যে, বিপিসি'র হিসাবে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ এর নিকট ৩৫০,৮৯,৯৩,৯০০ টাকা কম পাওনা প্রদর্শিত হয়েছে যা কোম্পানীর বোধগম্য নয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- শুধুমাত্র সঙ্গতিসাধন (Reconciliation) গরমিলের মূল কারণ নয়। বিপিসি'র নিজস্ব জনবল দ্বারা যথাসময়ে সঠিক হিসাব প্রণয়ন এবং হিসাব রক্ষণ না করাও গরমিলের কারণ। বিপিসি'র জনবলের ঘাটতির বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা, ৫০% জনবল থাকলেও কোম্পানী হতে হিসাব শাখায় ৫ জন লোক প্রেষণে নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া, সিএ ফার্ম হতেও সাময়িকভাবে ৩ জন লোক নিয়োগ করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০/৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ১২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। কোম্পানী সমূহের হিসাবের সাথে বিপিসি'র হিসাব মিলকরণপূর্বক পুনঃ জবাব প্রদানের জন্য বলা হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে ২১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- নিয়মিত হিসাব প্রণয়ন ও সঙ্গতিসাধন না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- প্রতিবছরের হিসাব যথাসময়ে প্রণয়ন ও সঙ্গতিসাধন এবং বছর সমাপনান্তে নিয়মিত বহি:নিরীক্ষক কর্তৃক বিপিসি'র হিসাব নিরীক্ষা করার বিষয়টি নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ৭।

শিরোনাম ঃ **জাহাজ ভাড়ার (প্রিমিয়াম) দর যাচাই না করে একই সময়ে একই পণ্যের জন্য নিম্ন হারের পরিবর্তে উচ্চ হারে প্রিমিয়াম প্রদান করে তেল আমদানি করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,৩৪,১২,৬১৯.৪৬ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশী টাকায় ৯৩,১৩,৭৪,৬৪৬ টাকা।**

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং এর আওতাধীন পদ্মা অয়েল কো: লি:, যমুনা অয়েল কো: লি:, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি: ও ইষ্টার্ন রিফাইনারী লি: এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৮/০৩/২০১২ হতে ২৭/০৬/২০১২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) কর্তৃক পরিশোধিত তেলের জাহাজ ভাড়া (প্রিমিয়াম) নথি, জাহাজ রেজিস্টার, চুক্তিপত্র, পেমেন্ট নথি ও অন্যান্য জরুরী রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বিপিসি কর্তৃক বিশ্বের বিভিন্ন তেল সরবরাহকারী সংস্থা হতে পরিশোধিত জ্বালানী তেল আমদানির ক্ষেত্রে জাহাজ ভাড়া (প্রিমিয়াম) নির্ধারণের ক্ষেত্রে একই মাসে একই পণ্যের জন্য দর যাচাই না করে নিম্ন হারের পরিবর্তে উচ্চ হারে প্রিমিয়াম প্রদান করে আমদানি করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **১,৩৪,১২,৬১৯.৪৬** মাঃ ডলার বাংলাদেশী টাকায় **৯৩,১৩,৭৪,৬৪৬** টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ছ" তে দেখানো হলো)।
- বিপিসি এর সহিত বিভিন্ন তেল সরবরাহকারী সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে প্রতি ছয় মাসের জন্য প্রিমিয়াম হার নির্ধারণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিপিসি কর্তৃক বিভিন্ন সংস্থার সহিত একই পণ্য, একই সময়ের জন্য বিভিন্ন প্রিমিয়াম হারে আমদানি করে থাকে। এতে বিপিসি / সরকার আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কেননা দর যাচাই না করার কারণে একই সময়ে নিম্ন দরে জাহাজ ভাড়া প্রাপ্তি সত্ত্বেও উচ্চ দরে ভাড়া করায় সরকারের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে।
- পরিশিষ্ট হতে দেখা যায় ডিজেল ক্রয়ের জন্য প্রিমিয়াম রেইট জুলাই/০৮ হতে ডিসেম্বর/০৮ পর্যন্ত যেখানে Maldives National Oil Company (MNOC) এর দর ছিল (সর্বনিম্ন) প্রতি ব্যারেল ৫.১৯ মাঃ ডঃ, সেখানে Kuwait Petrolium Company (KPC) এর দর ছিল (সর্বোচ্চ) ৬.৬০ মাঃ ডঃ। অনুরূপভাবে যেখানে মার্চ/০৯ হতে ডিসেম্বর/০৯ পর্যন্ত KPC এর দর ছিল ৫.২৫ মাঃ ডঃ এবং MNOC ও Philipine National Oil Company (PNOC) এর দর ছিল ৫.১৫ মাঃ ডঃ (সর্বনিম্ন): সেখানে PETCO এর দর ছিল ৫.৭৫ মাঃ ডঃ (সর্বোচ্চ)। পরবর্তীতে জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১০ পর্যন্ত সর্বনিম্ন প্রিমিয়াম হার ৩.৯০ মাঃ ডঃ হিসাবে KPC, MNOC, PNOC, EMARAT, MIDOR ৫টি সংস্থা তেল সরবরাহ করে। কিন্তু একই সময়ে একই পণ্য PETCO থেকে ৪.৬৫ মাঃ ডঃ প্রিমিয়াম হারে তেল ক্রয় করা হয়। যেক্ষেত্রে ৫টি সংস্থা সর্বনিম্ন হারে তেল সরবরাহ করতে রাজি হয়েছে সেক্ষেত্রে PETCO থেকে উচ্চ হারে তেল ক্রয় করা সরকারি স্বার্থের পরিপন্থী। সরকার যেখানে ভর্তুকি/ঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে জ্বালানী তেল আমদানি করে আসছে, সেখানে বিপিসি কর্তৃপক্ষের এ ধরণের ইচ্ছামাফিক উচ্চদর গ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি সাধন মোটেই কাম্য নয়। সরকারী অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অবাধ প্রতিযোগিতা জরুরী। তাছাড়া নিম্নদরে প্রিমিয়াম (জাহাজ ভাড়া) পাওয়া সত্ত্বেও উচ্চদরে প্রিমিয়াম (জাহাজ ভাড়া) করে সরকারি আর্থিক ক্ষতি সাধনের কোন যৌক্তিক কারণ নেই। বিপিসি কর্তৃপক্ষের এ ধরনের সিদ্ধান্তের কারণে আপত্তিকৃত অর্থ দেশের ক্ষতি সাধিত হয়েছে। আলোচ্য ক্ষতির জন্য বিপিসি'র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী।
- Maldives National Oil Company (MNOC) সর্বনিম্ন দর প্রস্তাব করে। উক্ত প্রস্তাব মোতাবেক জ্বালানী তেল আমদানী করা হলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি রোধকরা সম্ভব হতো।
- নিম্নে বিপিসি কর্তৃক পরিশোধিত ডিজেল আমদানির প্রিমিয়াম হারের তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো ঃ-

সময়কাল	পরিশোধিত প্রিমিয়াম হার (প্রতি ব্যারেল মাঃ ডঃ)					
	KPC	MNOC	PETCO	PNOC	EMARAT	MIDOR
৭/০৮-১২/০৮	৬.৬০ (সর্বোচ্চ)	৫.১৯(সর্বনিম্ন)	৬.৩০	--	৫.২০	--
১/০৯-২/০৯	৬.৬০(সর্বোচ্চ)	--	৬.২৫(সর্বনিম্ন)	--	--	--
৩/০৯-৬/০৯	৫.২৫(সর্বনিম্ন)	--	৫.৭৫(সর্বোচ্চ)	--	--	--
৭/০৯-১২/০৯	৫.২৫	৫.১৫(সর্বনিম্ন)	৫.৭৫(সর্বোচ্চ)	৫.১৫(সর্বনিম্ন)	--	--
১/১০-৬/১০	৩.৯০(সর্বনিম্ন)	৩.৯০(সর্বনিম্ন)	৪.৬৫(সর্বোচ্চ)	৩.৯০(সর্বনিম্ন)	৩.৯০(সর্বনিম্ন)	৩.৯০(সর্বনিম্ন)

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষাকালীন জবাব প্রদান না করায় আপত্তিটির যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০/৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ১২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষা আপত্তির আলোকে পুনঃ জবাব প্রদানের জন্য সংস্থাকে বলা হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে ২১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ সরকারি আর্থিক ক্ষতির টাকা আদায় করা প্রয়োজন।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতি রোধকল্পে ভবিষ্যতে নিম্নহারে সরবরাহকারী কোম্পানীর সংগে জাহাজ ভাড়ার চুক্তির বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৮।

শিরোনাম ঃ বিপিসি ও PETCO এর সহিত আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত প্রিমিয়াম(জাহাজ ভাড়া) অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে প্রিমিয়াম প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৩১৭৩১৭.৫৭ মাঃ ডঃ, যা বাংলাদেশী টাকায় ৯,১৪,৫৫,০২১ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং এর আওতাধীন পদ্মা অয়েল কো: লি:, যমুনা অয়েল কো: লি:, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি: ও ইষ্টার্ন রিফাইনারী লি: এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৮/০৩/২০১২ খ্রি: হতে ২৭/০৬/২০১২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে আমদানিকৃত পরিশোধিত তেলের প্রিমিয়াম (জাহাজ ভাড়া) নথি, জাহাজ ভাড়া রেজিষ্টার, চুক্তিপত্র, পেমেন্ট নথি, বিপিসি কর্তৃক প্রদত্ত প্রিমিয়াম হারের তালিকা ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বিপিসি ও Petronas Trading Corporation (PETCO) এর সহিত আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত প্রিমিয়াম (জাহাজ ভাড়া) অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে প্রিমিয়াম প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১৩১৭৩১৭.৫৭ মাঃ ডঃ, যা বাংলাদেশী টাকায় ৯,১৪,৫৫,০২১ (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " জ " তে দেখানো হলো)।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বিপিসি কর্তৃক পরিশোধিত তেল আমদানির জন্য PETCO মালয়েশিয়ার সাথে চুক্তি করা হয়। চুক্তিপত্রের Clause F এর ১ (A) (II) উপধারাটি নিম্নরুপ ঃ-
- In the event that there is mutual agreement to increase the contractual Volume for the second half of the first year, the premium which shall be negotiated and mutually agreed for the remaining six month " period shall be added to the price calculated in (1) above and shall be inclusive of freight. "
- চুক্তির উক্ত ধারা মোতাবেক বিপিসি এর সাথে PETCO এর আলোচনার মাধ্যমে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়। বিপিসি কর্তৃক প্রদত্ত ২৪/০৬/২০১২ তারিখের Rate of Premium in case of different Suppliers হতে দেখা যায় যে, মার্চ/০৯ হতে ডিসেম্বর/০৯ পর্যন্ত সময়ের জন্য ডিজেলের প্রিমিয়াম হার নির্ধারণ করা হয় প্রতি ব্যারেল ৫.৭৫ মাঃ ডঃ। কিন্তু Finance Division এর জাহাজ রেজিস্টার ও পেমেন্ট নথি নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, উক্ত সময়ে PETCO কে ডিজেলের প্রিমিয়াম বাবদ পরিশোধ করা হয় প্রতি ব্যারেল ৫.৯৮ মাঃ ডঃ। এতে প্রিমিয়াম বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধিত হয় (৫.৯৮ - ৫.৭৫) ০.২৩ মাঃ ডঃ। ফলে সরকারের ক্ষতি হয় ১১৩৭৪০০.৭২ মাঃ ডঃ।
- অনুরুপভাবে, জানুয়ারি/১০ হতে জুন/১০ পর্যন্ত সময়ের জন্য Rate of Premium তালিকা হতে দেখা যায় ডিজেলের প্রিমিয়াম হার নির্ধারণ করা ছিল প্রতি ব্যারেল ৪.৬৫ মাঃ ডঃ। কিন্তু জাহাজ রেজিষ্টার ও পেমেন্ট নথি নিরীক্ষায় দেখা যায় পেমেন্ট হয়েছে ৪.৭০ মাঃ ডঃ হারে। এতে অতিরিক্ত পরিশোধিত হয় (৪.৭০-৪.৬৫) ০.০৫ মাঃ ডঃ। ফলে এক্ষেত্রেও সরকারের ক্ষতি সাধিত হয়েছে ১৭৯৯১৬.৮৫ মাঃ ডঃ। এ অবস্থায় উভয় সময়কালে অর্থাৎ ২০০৯ ও ২০১০ বছরে সর্বমোট ক্ষতি হয়েছে (১১৩৭৪০০.৭২+১৭৯৯১৬.৮৫) বা ১৩১৭৩১৭.৫৭ মাঃ ডঃ, যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ৯,১৪,৫৫,০২১ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- নিরীক্ষাকালীন জবাব প্রদান না করায় আপত্তিটির যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০/৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ১২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, জ্বালানী ও খনিজ সম্পাদ বিভাগের পত্র সূত্র নং-জ্বালানী/(অপা-১)/বিপিসি-১৮/পেটকো-মালয়েশিয়ার সাথে বিগত ০৯/০৯/২০০৯ ও ১০/০৯/২০০৯ তারিখে বিপিসি'র ঢাকাস্ত লিয়াজোঁ অফিসে প্রিমিয়াম নেগোশিয়েশন সংক্রান্ত একসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পেট্রোনাস মালয়েশিয়া থেকে মার্চ-ডিসেম্বর-২০০৯ প্রান্তিকে ডিজেলের প্রিমিয়াম হার প্রতি ব্যারেল মাঃ ডলার ৫.৯৮ ছিল (মাঃডলার ৫.৭৫ নহে)। অনুরুপভাবে জানুয়ারি-জুন-২০১০ সময়ে ডিজেলের প্রিমিয়াম হার প্রতি ব্যারেল মাঃডলার ৪.৭০ ছিল (মাঃডলার ৪.৬৫ নহে)। সেহেতু অতিরিক্ত পরিশোধিত ১৩১৭৩১৭.৫৭ মাঃ ডলার সরকারের ক্ষতি যুক্তিযুক্ত নহে। জবাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় নিরীক্ষা আপত্তির আলোকে জবাব প্রদান এবং আপত্তিতে জড়িত সমুদয় টাকা আদায় করে নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ- ৯।

শিরোনাম ঃ আন্তর্জাতিক বিমানে বিক্রিত Jet-A-1 এর মূল্য ডলারে আদায় না করে ডলারের পরিবর্তে টাকায় আদায় করায় ছাড়কৃত কাষ্টম ডিউটি, ভ্যাট ও এটিভি বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৮৫,২৭,৮৬,৮১৭ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং এর আওতাধীন পদ্মা অয়েল কোঃ লিঃ, যমুনা অয়েল কোঃ লিঃ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ ও ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৮/০৩/২০১২ হতে ২৭/০৬/২০১২ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে পদ্মা অয়েল কোং লিঃ কর্তৃক আন্তর্জাতিক বিমানে বিক্রিত Jet-A-1 এর বিক্রয় বিবরণী হতে পরিলক্ষিত হয় যে,

- আন্তর্জাতিক বিমানে বিক্রিত Jet-A-1এর মূল্য ডলারে আদায় না করে ডলারের পরিবর্তে টাকায় আদায় করায় ছাড়কৃত কাষ্টম ডিউটি, ভ্যাট ও এটিভি (Advanced Trade VAT) বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে ৮৫,২৭,৮৬,৮১৭ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঝ " তে দেখানো হলো)।
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক আন্তর্জাতিক বিমানে বিক্রিত Jet-A-1 এর মূল্য ডলার মূল্যে নির্ধারিত হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০/৬/০৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন নম্বর জ্বালানী (অপা-১)/ বিপিসি-২৯/২০০৩ (অংশ-২/) ১২১ এর অনুচ্ছেদ-৪ (ক) এ আন্তর্জাতিক ক্রেতার নিকট বিক্রিত Jet-A-1 এর বিক্রয় মূল্য ডলার মূল্যে বিক্রয় করে বিপিসি'র ব্যাংক হিসাবে ডলার জমা করার জন্য তেল বিপণন কোম্পানীকে নির্দেশ প্রদান করা হয় ।
- জ্বালানী মন্ত্রণালয় ও বিপিসি'র নির্দেশ মোতাবেক আন্তর্জাতিক বিমানে Jet-A-1 বিক্রিত তেলের মূল্য ডলার মূল্যে বিপিসি'র ব্যাংক হিসাবে জমা করা আবশ্যক। কিন্তু পদ্মা অয়েল কোং লিঃ আন্তর্জাতিক বিমানে বিক্রিত Jet-A-1 তেলের মূল্য বিমান কর্তৃপক্ষের স্থানীয় এজেন্টগণের নিকট হতে ডলারের পরিবর্তে টাকায় আদায় করছে।
- পদ্মা অয়েল কোং লিঃ কর্তৃক আন্তর্জাতিক বিমানে বিক্রিত Jet-A-1 এর মূল্য মাত্র ৪টি বিমান কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ডলার মূল্যে আদায় করা হয়েছে। বাকী সকল বিমানের নিকট হতে Jet-A-1 এর মূল্য ডলার মূল্যের পরিবর্তে তাদের স্থানীয় এজেন্টের মাধ্যমে টাকায় আদায় করা হয়েছে।
- উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বিমানে Jet-A-1 এর বিক্রিত অর্থ ডলার মূল্যে আদায় করার জন্য কাষ্টম ডিউটি, ভ্যাট ও এটিভি বাদে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ফলে আন্তর্জাতিক বিমানে বিক্রিত Jet-A-1 এর মূল্য ডলারে আদায় করতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশ ডলার মূল্যে আন্তর্জাতিক বাজার হতে তেল ক্রয় করে থাকে এবং ডলার স্বল্পতার কারণে BPC তেল আমদানি করতে পারে না।
- আন্তর্জাতিক বিমানে বিক্রিত Jet-A-1 এর মূল্য ডলার মূল্যে আদায় করতে হবে। অন্যথায় কাষ্টম কর্তৃক ছাড়কৃত কাষ্টম ডিউটি, ভ্যাট ও এটিভিসহ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অর্থ আইন, ২০১০ এর তফসীল-১ মোতাবেক জ্বালানী তেল (ডিজেল অয়েল, পেট্রোল অয়েল, জেট ফুয়েল, অন্যান্য গ্যাস অয়েল ইত্যাদি) এর উপর ১২% কাষ্টম ডিউটি, ১৫% ভ্যাট ও ২.২৫% এটিভি কর্তনযোগ্য। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিমানে বিক্রয়কৃত Jet-A-1 তেলের বিক্রয়মূল্যের উপরোক্ত হারে কাষ্টম ডিউটি, ভ্যাট ও এটিভি কর্তন করা হয়নি।
- কিন্তু জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের উক্ত নির্দেশ অমান্য করে পদ্মা অয়েল কোং লিঃ কর্তৃক ২০০৯-২০১০ সনে বিক্রিত Jet-A-1 এর মুল্য ডলারের পরিবর্তে টাকায় আদায় করা হলেও অর্থ আইন, ২০১০ মোতাবেক কোন রাজস্ব আদায় করা হয়নি। ফলে সরকার রাজস্ব খাতে আপত্তিকৃত অর্থ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষাকালীন জবাব প্রদান না করায় আপত্তিটির যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- বিদেশী ক্রেতার নিকট বিক্রিত Jet-A-1 এর মূল্য ডলারের পরিবর্তে দেশীয় মুদ্রায় গ্রহণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার পরিপন্থী।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০/৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ১২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বিপিসি কর্তৃক যখন পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ (পিওসিএল)কে জেট-এ-১ সরবরাহ করা হয় তখন বিপিসি বিক্রেতা হিসেবে পিওসিএলকে বিল (ইনভয়েস) ইস্যু করে এবং ক্রেতা হিসেবে পিওসিএল উক্ত ইনভয়েসের টাকা পরিশোধ করে থাকে। বিপিসি কর্তৃক জারিকৃত জেট-এ-১ এর মূল্য সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সমূহে বিপিসি'র হিসাবে ডলার জমা করার কোন নির্দেশনা নেই। তাছাড়া নিয়ম বহির্ভূত

কোন নির্দেশনা পরিপালন করার সুযোগ নেই। আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে Jet-A-1 এর মূল্য ডলারের পরিবর্তে টাকায় গ্রহণ করায় সরকারের ক্ষতি হয়েছে। আপত্তিতে জড়িত সমুদয় টাকা আদায় করে নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে ডলারের পরিবর্তে দেশীয় মুদ্রায় গ্রহণপুর্বক সরকারের রাজস্ব ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ ক্ষতির টাকা আদায় করা প্রয়োজন।
- মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক জ্বালানী মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১০।

শিরোনাম : দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও পদ্মা অয়েল কো: লি: এর কর্মকর্তা জনাব মোছাদ্দেক হোসেন কর্তৃক আত্মসাতকৃত অর্থ আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৮,৪৫,০০,০০০ টাকা।

বিবরণ:

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন(বিপিসি) এবং এর আওতাধীন পদ্মা অয়েল কো: লি:, যমুনা অয়েল কো: লি:, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি: ও ইষ্টার্ন রিফাইনারী লি:এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৮/০৩/২০১২ হতে ২৭/০৬/২০১২ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষা কালে পদ্মা অয়েল কো: লি: এর দুর্নীতি সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে:

- দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও পদ্মা অয়েল কো: লি: এর কর্মকর্তা জনাব মোছাদ্দেক হোসেন কর্তৃক আত্মসাতকৃত অর্থ আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৮,৪৫,০০,০০০ টাকা।
- পদ্মা অয়েল কো: লি: এর বর্তমান এ জি এম জনাব মোছাদ্দেক হোসেন কোম্পানীর এসি প্লান্টে (কীটনাশক তৈরীর কারখানা) ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দীর্ঘ ছয় বছরে (জুলাই/৯৩ হতে সেপ্টেম্বর/৯৯ পর্যন্ত) ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে ৮,৪৫,০০,০০০/-টাকা আত্মসাত করেন মর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এ প্রেক্ষিতে দুই দফা তদন্ত করা হয়। তদন্ত কমিটির সদস্য জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ, একাউন্টস এক্সিকিউটিভ এবং আহবায়ক জনাব মাহমুদ-উল-আলম, ম্যানেজার কর্তৃক ০৪-০৯-২০০০ খ্রি: তারিখে তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোছাদ্দেক হোসেন, এসি প্লান্টে জুলাই, ১৯৯৩ হতে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ পর্যন্ত ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সরকারের কমপক্ষে ৮,৪৫,০০,০০০ টাকা ক্ষতির জন্য তাকে দায়ী করা হয়। ২য় দফায় বিষয়টি পুনঃ তদন্তের জন্য জনাব সারোয়ার-উল-আলম ডিজিএম, কেমিক্যালস এবং জনাব মো: জামাল উদ্দিন এজিএম, হিসাব-কে যথাক্রমে আহবায়ক ও সদস্য হিসেবে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কমিটি তদন্ত শেষে জনাব মোছাদ্দেক হোসেন কর্তৃক সরকারের ৮,৪৫,০০,০০০ টাকা দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাতের সত্যতা উদ্ঘাটন করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে কোম্পানীর আত্মসাতকৃত টাকা আদায়পূর্বক প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ সম্বলিত তদন্ত প্রতিবেদন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ইমতিয়াজ হোসেন চৌধুরীর নিকট দাখিল করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক গত ১০ই মে, ২০১০ তারিখে পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভায় তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এ প্রেক্ষিতে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক জনাব মোছাদ্দেক হোসেন এর নিকট হতে আত্মসাতকৃত ৮,৪৫,০০,০০০ টাকা আদায়পূর্বক তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- তদন্ত সমূহে আত্মসাতের যে সব প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ (১) ব্যক্তিভিত্তিক ঘাটতি প্রদর্শন (২) প্রতি ব্যাচে পরিমাণ সঠিক ভাবে উপস্থাপন না করা (৩) জ্বালানী নিয়ন্ত্রণে বালু দিয়ে জ্বালানী বেশী করে প্রদর্শন (৪) কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদন ছাড়া লগ প্রদর্শন (৫) বাল্ক ও লাম্প লটের ভুল রেকর্ডিং।
- পদ্মা অয়েল কো: লি: চট্টগ্রামের জনৈক কর্মচারী জনাব এ,কে,আজাদ এবং উক্ত কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার জনাব মো: নজরুল ইসলাম কর্তৃক স্বাক্ষরিত অভিযোগপত্র হতে দেখা যায়, দুই দফা তদন্ত কমিটির সুপারিশ ও পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তকে পাশ কাটিয়ে পদ্মা অয়েল কো: লি: এর প্রাক্তন এমডি জনাব ইমতিয়াজ হোসেন চৌধুরী অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে আত্মসাতকৃত টাকা আদায় না করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা জনাব মোছাদ্দেক হোসেনকে অফিস আদেশ নং ১১১-০৮/২০১০, তাং- ৩১/০৫/২০১০ খ্রি: এর মাধ্যমে কোম্পানীর ঢাকা অফিসে বদলীর আদেশ জারি করেন। উক্ত অভিযোগপত্রে টাকার বিনিময়ে দুর্নীতিবাজকে পুরস্কৃত করার জন্য কোম্পানীর অস্থায়ী এমডি জনাব ইমতিয়াজ হোসেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দাবী করা হয় (কপি সংযুক্ত)।
- উপরোক্ত বর্ণনা ও প্রাপ্ত তথ্যাদিদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাক্তন এমডি জনাব ইমতিয়াজ হোসেন চৌধুরী কর্তৃক অভিযুক্ত জনাব মোছাদ্দেক হোসেন এর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং আত্মসাতকৃত সরকারের ক্ষতি ৮,৪৫,০০,০০০ টাকা আজ অবধি আদায় করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গত ২৯/০৩/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের ৩৪১ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনাব মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন-কে অপরিপক্কতা, দায়িত্বহীনতা ও দুর্বল ব্যবস্থাপনা সামর্থের জন্য আপাততঃ পদোন্নতিসহ কোন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন অথবা দায়িত্ব প্রদান না করার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- দুদফা তদন্ত কমিটি কর্তৃক দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাতকৃত ৮,৪৫,০০,০০০ টাকার অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া দীর্ঘ ছয় বছর একাধারে তিনি আপত্তিকৃত কর্মস্থলে নিয়োজিত ছিলেন। এক্ষেত্রে উক্ত কর্মস্থলের কাজে তার অপরিপক্কতা নয় বরং বর্ণিত কর্মস্থলে থেকে তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাত করেছেন। ফলে অপরিপক্কতার দোহাই দিয়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি প্রদান থেকে বিরত রাখা ও অর্থ আদায় না করার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০/৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ১২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষা আপত্তির আলোকে আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণসহ পুনঃ জবাব প্রদানের জন্য সংস্থাকে বলা হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে ২১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দুই দফায় দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আত্মসাতকৃত অর্থ জরুরী ভিত্তিতে আদায় করা প্রয়োজন।
- আত্মসাৎকারীর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পরও তাকে কেন শাস্তি দেওয়া হয় নাই।

অনুচ্ছেদ-১১।

শিরোনাম ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে সর্বনিম্ন দরে সারাদেশে তেল পরিবহন চুক্তি না করে বিপিসি, বিপণন কোম্পানী এবং ট্যাংকার মালিকদের যোগসাজসে ইচ্ছামাফিক ভিন্ন ভিন্ন দরে চুক্তি করায় সরকারের ক্ষতি ৫৩,২৬,২৭,২১৮ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন চট্টগ্রাম (বিপিসি) এবং তার আওতাধীন পদ্মা অয়েল কোং লিঃ, যমুনা অয়েল কোং লিঃ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ ও ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ এর ২০০৫-০৬ থেকে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৮/০৩/১২ খ্রিঃ হতে ২৭/৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ৩টি বিপণন কোম্পানীর তেল পরিবহন চুক্তিপত্র, পরিবহণ বিল রেজিস্টার ও বিল/ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- সর্বনিম্ন দরে সারাদেশে তেল পরিবহন চুক্তি না করে বিধি বহির্ভূতভাবে বিপিসি, বিপণন কোম্পানী এবং ট্যাংকার মালিকদের যোগসাজসে ইচ্ছামাফিক ভিন্ন ভিন্ন দরে চুক্তি ও বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি সাধিত হয়েছে ৫৩,২৬,২৭,২১৮ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঞ " তে দেখানো হলো)।

(ক) পদ্মা অয়েল কোং লিঃ এর তেল পরিবহনের জন্য সারাদেশে ২৫টি কোষ্টাল এবং ৬টি শ্যালো ট্যাংকার রয়েছে। নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, কোষ্টাল ট্যাংকারের মাধ্যমে তেল পরিবহনের জন্য বিনা টেন্ডারে ০১/৭/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ওটি এবাদত জাহাজের সাথে প্রতিটন প্রতি নটিক্যাল মাইল ২.৪২ টাকা দরে চুক্তি করা হয়। একই তারিখে একই কোম্পানী অন্যান্য কোষ্টাল ট্যাংকারের সাথে প্রতিটন প্রতি নটিক্যাল মাইল যথাক্রমে ২.৫১, ২.৬২, ২.৭৮, ২.৯২ টাকা দরে চুক্তি করা হয়। আবার ০১/০৪/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে বিনা টেন্ডারে এবাদত জাহাজের সাথে ২.৪৭ টাকা দরে যখন চুক্তি করা হয় তখন অন্যান্য জাহাজের সাথে যথাক্রমে ২.৫৬, ২.৬৭, ২.৮৩, ২.৯৫, ২.৯৭ দরে চুক্তি করা হয়। একই প্রক্রিয়ায় ৬টি শ্যালো ট্যাংকারের মধ্যে ওটি শরিয়া জাহাজের সাথে ১/৭/০৮ খ্রিঃ তারিখে যখন ৩.৪৫ টাকা দরে চুক্তি করা হয়, তখন অন্য ৫টি জাহাজের সাথে যথাক্রমে ৩.৮৮ ও ৩.৯৩৯৬ টাকা দরে চুক্তি করা হয়। অনুরূপভাবে ১/৪/০৯ তারিখে শরিয়া জাহাজের সাথে যখন ৩.৫২ টাকা দরে চুক্তি করা হয় তখন অন্যান্য জাহাজের সাথে যথাক্রমে ৩.৯৫ ও ৪.৯৬ টাকা দরে চুক্তি করে তেল পরিবহন করা হয়। সর্বনিম্ন দরে চুক্তি না করার ফলে শুধুমাত্র পদ্মা অয়েল কোং লিঃ এর মাধ্যমে ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ অর্থ বছরে পরিবহন বিল বাবদ অতিরিক্ত ১৪,৫৮,৯১,৩৩৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

(খ) যমুনা অয়েল কোং লিঃ এর সারাদেশে তেল পরিবহনের জন্য ৩০টি কোষ্টাল ও ৯টি শ্যালো ট্যাংকার রয়েছে কোষ্টাল ট্যাংকারগুলোর মধ্যে এমটি জেরুজালেম ও এমটি মনোয়ারা জাহাজ যখন ২.৫৫ টাকা দরে তেল পরিবহন করে, তখন একই সময়ে একই কোম্পানীর অন্যান্য জাহাজ ২.৮৫, ২.৮৭, ২.৮৯, ২.৯২ টাকা দরে পরিবহন করে। আবার জেরুজালেম ও মনোয়ারা জাহাজ যখন ২.৬০ টাকা দরে তেল পরিবহন করে ঠিক ঐ সময়ে অন্যান্য জাহাজ যথাক্রমে ২.৯০, ২.৯২, ২.৯৪, ও ২.৯৭ টাকা দরে তেল পরিবহন করে। অন্যদিকে শ্যালো ট্যাংকারের মধ্যে ওটি জেবা যখন ৩.৮৭ টাকা দরে তেল পরিবহন করে তখন অন্যান্য জাহাজ যথাক্রমে ৩.৯০ এবং ৩.৯৫ টাকা দরে তেল পরিবহন করে। আবার ওটি জেবা যখন ৩.৯৪ টাকা দরে তেল পরিবহন করে তখন একই সময়ে অন্যান্য জাহাজ গুলো ৩.৯৭ ও ৪.০২ টাকা দরে তেল পরিবহন করে। এ প্রক্রিয়ায় যোগসাজসে বিনা টেন্ডারে চুক্তি করার ফলে যমুনা অয়েল কোং লিঃ এর মাধ্যমে ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট ৭,৭৯,২৯,০৬৯ টাকা অতিরিক্ত পরিবহণ বিল পরিশোধ করা হয় ।

(গ) মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ এর সারাদেশে তেল পরিবহনের জন্য ১৭টি কোষ্টাল এবং ৬টি শ্যালো ট্যাংকার রয়েছে। কোষ্টাল ট্যাংকার এমটি সায়মার সাথে ১/৭/০৮ তারিখে যখন ১.৯৭ টাকা দরে তেল পরিবহনের চুক্তি করে তখন অন্যান্য জাহাজগুলোর সাথে একই সময়ে ২.৬৯, ২.৭১, ও ২.৯২ টাকা দরে চুক্তি করা হয়। আবার ১/৪/০৯ খ্রিঃ তারিখে এমটি সায়মার সাথে যখন পুনরায় পূর্বের দর ১.৯৭ টাকায় চুক্তি করা হয় ঠিক একই তারিখে অন্যান্য জাহাজগুলোর সাথে যথাক্রমে ২.৭৪, ২.৭৬ ও ২.৯৭ টাকা দরে চুক্তি করা হয়। অনুরূপভাবে শ্যালো ট্যাংকার যাকাত, আছর, গ্লোরীর সাথে যখন ৩.২৪, ও ৩.৩১ টাকা দরে পরিবহন চুক্তি করা হয়, তখন অন্যান্য জাহাজগুলোর সাথে যথাক্রমে ৩.৮৪, ৩.৮৯, ৩.৯১, ৩.৯৪, ৩.৯৫, ৩.৯৬, ৪.০১, ও ৪.০২ টাকা দরে তেল পরিবহনের জন্য চুক্তি করা হয়। এভাবে বিনা টেন্ডারে ইচ্ছামাফিক দর গ্রহণপূর্বক মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ এর মাধ্যমে ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে পরিবহনখাতে অতিরিক্ত ৩০,৮৮,০৬,৮১১ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

- বিপিসি এবং উল্লিখিত ৩টি কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের স্বার্থ চিন্তা না করে ইচ্ছামাফিক উপরের বর্ণনানুযায়ী বিনা টেন্ডারে চুক্তি করার ফলে ৩টি বিপণন কোম্পানীর মাধ্যমে দুবছরে সরকারের সর্বমোট (১৪,৫৮,৯১,৩৩৮ + ৭,৭৯,২৯,০৬৯ + ৩০,৮৮,০৬,৮১১) ৫৩,২৬,২৭,২১৮ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- বিপিসি কর্তৃক এ প্রক্রিয়ায় বিনা টেন্ডারে সম্পূর্ণ সমঝোতার ভিত্তিতে কোষ্টাল ও শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকারের ভাড়ার হার নির্ধারণ করার কোন বিধিগত ভিত্তি নেই। সরকারী অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করণার্থে সরকার কর্তৃক পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে । কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে পিপিআর

২০০৮ অনুসরণ করা হয়নি, তাছাড়া একই কোম্পানীতে ভিন্ন ভিন্ন দর গ্রহণের কোন যৌক্তিক কারণও নিরীক্ষায় জানা যায়নি। তাই এটি স্পষ্ট যে, বিপিসির বিপণন শাখার কর্তৃপক্ষ, কোম্পানীর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এবং ট্যাংকার মালিকদের যোগসাজসে প্রতিবছর সরকারের অনুরুপ পরিমাণ অর্থ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন দরে পরিবহন ঠিকাদারের সাথে তেল বিপণন কোম্পানীগুলোর চুক্তি সম্পাদন করা হলেও তা বিপিসি কর্তৃক নির্ধারিত পরিবহন ভাড়ার চেয়ে কম। তাছাড়া এসকল পরিবহন ঠিকাদার টেন্ডার আহ্বানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক ভিত্তিতে নিয়োজিত করা হয়েছে। যমুনা অয়েল কোম্পানী কর্তৃক জবাবে জানানো হয় যে, সাধারণত টেন্ডারের মাধ্যমে কোন ট্যাংকার চার্টারভুক্ত করা হয়। পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ ও মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ হতে কোন নিরীক্ষাকালীন কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বিপিসি এবং কোম্পানীসমূহ দর পত্রের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পরিবহন দর নির্ধারণ করলে ভিন্ন ভিন্ন দরে পরিবহণ ঠিকাদার নিয়োগের যৌক্তিকতা স্পষ্ট নয়। তাছাড়া টেন্ডার সংক্রান্ত কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০/৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ১২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষা আপত্তির আলোকে বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাখ্যাসহ পুনঃ জবাব প্রদানের জন্য সংস্থাকে বলা হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে ২১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিনা টেন্ডারে ভিন্ন ভিন্ন দরে পরিবহন ভাড়া পরিশোধের কারণে আপত্তিকৃত ক্ষতির টাকার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক টাকা আদায় করা এবং পিপিআর অনুসরণপূর্বক পরিবহন ঠিকাদার নিয়োগ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১২।

শিরোনাম ঃ সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে ব্যবসায়ী পর্যায়ে আদায়কৃত ভ্যাট (Trade VAT) বিপিসি কর্তৃক জমা প্রদান না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১৯২,৬২,২৩,৪৩৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি), চট্টগ্রাম এবং তার আওতাধীন পদ্মা অয়েল কোং লিঃ, যমুনা অয়েল কোং লিঃ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ ও ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ এর ২০০৫-০৬ থেকে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৮/০৩/২০১২ খ্রিঃ হতে ২৭/৬/২০১২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ৩টি বিপণন কোম্পানীর এবং বিপিসির কন্ট্রোল লেজার, সাবসিডিয়ারী লেজার, জার্নাল ভাউচার ও ইনভয়েজ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বিপিসি কর্তৃক ৩টি তেল বিপণন কোম্পানীর মাধ্যমে বিক্রিত জ্বালানী তেলের মূল্যের ওপর ডিলার এবং এজেন্টগণের নিকট হতে ব্যবসায় পর্যায়ে আদায়কৃত ভ্যাট (Trade Vat) জমা প্রদান না করায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ১৯২,৬২,২৩,৪৩৩ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ট " তে দেখানো হলো)।
- বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-৩৬ তারিখ ১৩/১/২০০৯ এর মাধ্যমে প্রতি লিটার ডিজেল ও কেরোসিনের ব্যবসায় পর্যায়ে মূসক (Trade Vat) ০.৬৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়। উক্ত নির্দেশনানুযায়ী বিপিসি কর্তৃক তেলের মূল্যের সাথে Trade Vat /Consumer level Vat-০.৬৬ টাকা হারে পদ্মা অয়েল কোং লিঃ, যমুনা অয়েল কোং লিঃ এবং মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ এর নিকট হতে ইনভয়েজ এর মাধ্যমে আদায় করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় বিপিসি কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থ বছরে পদ্মা অয়েল কোং লিঃ এর নিকট হতে ৮১,২৩,৯৭,৩৩৯ টাকা,যমুনা অয়েল কোং লিঃ এর নিকট হতে ৫২,৩২,১৭,৫৩০ এবং মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ এর নিকট হতে ৫৯,০৬,০৮,৫৬৪ টাকা (৮১,২৩,৯৭,৩৩৯+ ৫২,৩২,১৭,৫৩০ + ৫৯,০৬,০৮,৫৬৪) বা ১৯২,৬২,২৩,৪৩৩ টাকা ব্যবসায় পর্যায়ে মূসক (Trade Vat) আদায় করা হয়েছে ।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশানুযায়ী আদায়কৃত ভ্যাট পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা করার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও বিপিসি কর্তৃক উক্ত টাকা দীর্ঘ দেড় বছর অতিক্রান্ত হলেও জমা করা হয়নি।
- উল্লেখ্য, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর সম্মেলন কক্ষে ২২/০৪/২০১০ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারী প্রজ্ঞাপন জারির পর থেকে ব্যবসায়ি পর্যায়ে বকেয়া আদায়যোগ্য মূসক অবিলম্বে পরিশোধ করার নির্দেশ জারি করা হয়। তদুপরি উক্ত নির্দেশ বিপিসি কর্তৃক প্রতিপালন করা হয়নি।
- কাজেই সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে ব্যবসায় পর্যায়ে আদায়কৃত ভ্যাট (Trade Vat) বিপিসি কর্তৃক জমা প্রদান না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ১৯২,৬২,২৬,৪১৫ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক Advance Trade VAT(ATV) আকারে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করা হয়েছে। প্রমাণক হিসেবে কয়েকটি বিল অব এন্ট্রির কপি এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো। আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম পরিশোধিত Advance Trade VAT (ATV) এর অর্থ পরবর্তীতে বিপিসি জ্বালানি তেল বিক্রয়ের সময় বিপণন কোম্পানীসমূহ হতে ইনভয়েসের সাথে আদায় করা হয়ে থাকে। কোম্পানীসমূহের সাথে বিপিসি'র হিসাব Reconciliation এর কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি বিধায় Traders VAT Payable হিসাবটি ATV হিসাবটির সাথে সমন্বয় করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজন নয়। কেননা, ATV হিসাবে কত টাকা জমা দেয়া হয়েছে তা জবাবে উল্লেখ করা হয়নি এবং জমার স্বপক্ষে প্রমাণক পাওয়া যায়নি। তাছাড়া জবাবের সাথে ২৫/১০/১১ ও ৩১/১০/১১ তারিখের দুটি বিল অব এন্ট্রির অস্পষ্ট কপি দেয়া হয়েছে। যা আপত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কোম্পানীসমূহের সাথে বিপিসি'র হিসাব সঙ্গতিসাধন সম্পন্ন না করার অজুহাতে Traders VAT সমন্বয় করা হয়নি মর্মে বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ, সঙ্গতিসাধণের সাথে Trade VAT জমা না দেওয়ার বিষয়টি প্রাসঙ্গিক নয়। কোম্পানী কর্তৃক আদায়যোগ্য (ATV) বাদে Trade VAT বিপিসিকে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা সত্ত্বেও বিপিসি কর্তৃক রাজস্ব খাতে জমা না দেওয়া সরকারি আদেশ অমান্য করার সামিল।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০/৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ১২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, কোম্পানীসমূহের হিসাবের সাথে বিপিসি'র হিসাব মিলকরণপূর্বক পুনঃ জবাব প্রদানের জন্য সংস্থাকে বলা হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে ২১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- Trade VAT বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জরুরী ভিত্তিতে জমা প্রদান করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ- ১৩।

শিরোনাম ঃ করপূর্ব মুনাফা হতে বিধি বহির্ভূতভাবে Workers Participation Fund & Welfare Fund এর অর্থ স্থানান্তর করায় আয়কর কম পরিশোধজনিত কারণে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৩১,৪৯,৭৬,৯৫৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং তার আওতাধীন পদ্মা অয়েল কোঃ লিঃ, যমুনা অয়েল কোঃ লিঃ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ এবং ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৮/০৩/২০১২ খ্রিঃ হতে ২৭/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে পদ্মা অয়েল কোঃ লিঃ, যমুনা অয়েল কোঃ লিঃ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ এর আর্থিক বিবরণী, লাভ-ক্ষতি ও চূড়ান্ত হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করপূর্ব মুনাফা হতে বিধি বহির্ভূতভাবে Workers Participation Fund & Welfare Fund এর অর্থ স্থানান্তর করায় করপুর্ব মুনাফা কমে যায় এবং উক্ত কম মুনাফার ওপর আয়কর কম পরিশোধে সরকারের মোট রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ৩১,৪৯,৭৬,৯৫৫ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঠ" তে দেখানো হলো)।
- মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর ২০০৯-১০ অর্থ বছরে করপূর্ব মুনাফা ছিল ৬৫,৪১,৪৫,০০৫ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর সেকশান-২ ধারা বলে উক্ত করপূর্ব মুনাফার ওপর ৩৭.৫০% হারে ২৪,৫৩,০৪,৩৭৬ টাকা আয়কর প্রদানযোগ্য। কিন্তু উক্ত মুনাফা হতে Workers Participation Fund & Welfare Fund এর ৩,২৬,৭২,০৫৭ টাকা স্থানান্তর পুর্বক অবশিষ্ট অর্থের ওপর আয়কর হিসাবায়ন করে ১৫,২৭,৬৩,৯৪৯ টাকা আয়কর নির্ধারণ ও পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে, আয়কর বাবদ কম পরিশোধে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (২৪,৫৩,০৪,৩৭৬- ১৫,২৭,৬৩,৯৪৯) বা ৯,২৫,৪০,৪২৭ টাকা।
- অনুরুপভাবে পদ্মা অয়েল কোং লিঃ এর ২০০৯-১০ অর্থ বছরে করপূর্ব মুনাফা ছিল ৯১,২১৩,২৭,০০০ টাকা। আয়কর আইন অনুযায়ী উক্ত মুনাফার ওপর ৩৭.৫০% হারে ৩৪,১৭,৪৭,৬২৫ টাকা আয়কর প্রদানযোগ্য। কিন্তু অনিয়মিতভাবে উক্ত করপূর্ব মুনাফা হতে Workers Participation Fund & Welfare Fund এর অর্থ স্থানান্তর করে আবশিষ্ট অর্থের ওপর ২২,৫০,০০,০০০ টাকা আয়কর ধার্য করা হয়েছে। ফলে, সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (৩৪,১৭,৪৭,৬২৫-২২,৫০,০০,০০০) বা ১১,৬৭,৪৭,৬২৫ টাকা।
- একইভাবে, যমুনা অয়েল কোং লিঃ এর ২০০৯-১০ অর্থ বছরে করপূর্ব মুনাফা ছিল ৭৯,০৭,২৪,২৭৫ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ মোতাবেক উক্ত মুনাফার ওপর ৩৭.৫০% হিসেবে ২৯,৬৫,২১,৬০৩ আয়কর পরিশোধ যোগ্য। কিন্তু উক্ত করপূর্ব মুনাফা হতে বিধি বহির্ভুতভাবে Workers Participation Fund & Welfare Fund এর অর্থ স্থানান্তরপূর্বক অবশিষ্ট অর্থের ওপর ১৯,০৮,৩২,৭০০ টাকা আয়কর ধার্য ও পরিশোধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (২৯,৬৫,২১,৬০৩ - ১৯,০৮,৩২,৭০০) বা ১০,৫৬,৮৮,৯০৩ টাকা।
- ফলে সরকারী আদেশ উপেক্ষাকরে অনিয়মিত ভাবে করপূর্ব মুনাফা হতে Workers Participation Fund & Welfare Fund এর অর্থ স্থানান্তর করায় ৩টি কোম্পানী কর্তৃক সরকারকে আয়কর কম পরিশোধ করা হয়েছে (৯,২৫,৪০,৪২৭ + ১১,৬৭,৪৭,৬২৫ + ১০,৫৬,৮৮,৯০৩) বা সর্বমোট ৩১,৪৯,৭৬,৯৫৫ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, করপূর্ব নীটলাভ অর্থাৎ অর্জিত রাজস্ব হতে যাবতীয় ব্যয় বাদ দিয়ে নির্ণীত মুনাফার ওপর যথানিয়মে ৫% অর্থ শ্রমিক অংশগ্রহণ ও কল্যাণ তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা করপূর্ব মুনাফা হতে আয়কর কর্তনের পর অবশিষ্ট অর্থের ওপর ৫% হারে Workers Participation Fund & Welfare Fund এর অর্থ স্থানান্তরযোগ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ১২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, Workers Profit Participation Fund এর সকল বিনিয়োগের উপর আয় কর বহির্ভূত করা হয়েছে তাই করপূর্ব মুনাফা হতে WPF & WF and Taxation এর অংকের উপর ৫% হারে টাকা প্রদান করায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ Profit থেকে কর্পোরেট ট্যাক্স বাদ না দিয়ে WPF & WF fund এ টাকা স্থানান্তর করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি। উক্ত জবাবের আলোকে ২১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- নিয়ম বহির্ভূতভাবে করপূর্ব মুনাফা হতে Workers Participation Fund & Welfare Fund এর অর্থ স্থানান্তর করায় রাজস্ব ক্ষতির ৩১,৪৯,৭৬,৯৫৫ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

৬—

অনুচ্ছেদ-১৪।

শিরোনাম ঃ **ট্যাংকলরী পরিবহন ঠিকাদারকে আনুকূল্য প্রদর্শণপূর্বক অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের প্রয়াসে পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধির আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর না করে অনিয়মিতভাবে পিছনের তারিখ হতে কার্যকর দেখিয়ে জেট-এ-১ এর বকেয়া পরিবহন বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি ১,৬৭,৬৪,৪৮০ টাকা।**

বিবরণ:

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন(বিপিসি) এবং এর আওতাধীন পদ্মা অয়েল কো: লি:, যমুনা অয়েল কো: লি:, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি: ও ইষ্টার্ন রিফাইনারী লি: এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৮/০৩/২০১২ হতে ২৭/০৬/২০১২ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে পদ্মা অয়েল কো: লি: এর জেট-এ-১ পরিবহন বিল/ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ট্যাংকলরী পরিবহন ঠিকাদারকে আনুকূল্য প্রদর্শণপূর্বক অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের প্রয়াসে পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধির আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর না করে অনিয়মিতভাবে পিছনের তারিখ হতে কার্যকর দেখিয়ে জেট-এ-১ এর বকেয়া পরিবহন বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি ১,৬৭,৬৪,৪৮০ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ড" তে দেখানো হলো)।
- পদ্মা অয়েল কো: লি:এর আওতাধীন সড়কপথে ট্যাংকলরীযোগে জেট-এ-১ (৯০০০ লিটারের একটি পূর্ণ চালানের জন্য) পরিবহন (যাওয়া-আসা) ভাড়া তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে পরিবহন ঠিকাদারদের দাবী এবং বিপিসি কর্তৃপক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে জেট-এ-১ পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) কর্তৃক জারিকৃত জেট-এ-১ এর খুচরা বিক্রয়মূল্যের পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত বিভিন্ন আদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আদেশ জারির পরবর্তী দিন হতে মূল্য বৃদ্ধির কার্যকারিতা দেখানো হয়। কিন্তু অদৃশ্য কারণে মহাব্যবস্থাপক (বন্টন ও বিপণন) জনাব মো: আবু হানিফ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১০/১০/২০১১ খ্রি: তারিখের আদেশে পরিবহন ভাড়া প্রতি লিটার ০.০১ টাকা বৃদ্ধি করে (০.২৮+০.০১) = ০.২৯ টাকা নির্ধারন করা হয় এবং ০৬/০৫/২০১০ তারিখ হতে কার্যকর দেখানো হয়। অনুরুপভাবে ২২/১২/২০১১ খ্রি: তারিখের আদেশে ১১/১১/২০১১ খ্রি: তারিখ হতে এবং ২৩/০২/২০১২ খ্রি: তারিখে ইস্যুকৃত আদেশে ৩০/১২/২০১১ খ্রি: তারিখ হতে কার্যকর দেখানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধির আদেশ জারির তারিখ হতে শুধুমাত্র আলোচ্যক্ষেত্রে পিছনের তারিখ হতে কার্যকর দেখিয়ে জেট-এ-১ এর বকেয়া পরিবহন বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে ১,৬৭,৬৪,৪৮০ টাকা।
- বিপিসি-এর ২০/০৯/২০১১ তারিখের ৬৫৯ নং আদেশে পরিবহন খরচ ০.২৯ টাকা সহ জেট-এ-১ এর খুচরা বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং উক্ত বিক্রয়মূল্য ২১/০৯/২০১১ খ্রি: তারিখ হতে কার্যকর হবে বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু জিএম মি: হানিফ স্বাক্ষরিত ১০/১০/২০১১ খ্রি: তারিখের আদেশে ০.২৯ টাকা পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধি ০৬/০৫/২০১০ খ্রি: তারিখ হতে কার্যকর দেখানো হয়। অর্থাৎ তেলের মূল্য বৃদ্ধির ১৬ মাস পূর্ব হতে পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধি দেখিয়ে বিক্রয় মূল্যের সাথে সমন্বয় ছাড়াই বকেয়া পরিবহন বিল পরিশোধ করা হয়। অনুরূপভাবে একই ব্যক্তির স্বাক্ষরিত অন্যান্য আদেশে ইস্যুর তারিখ হতে পিছনের তারিখ পর্যন্ত কার্যকর দেখিয়ে বিপুল অংকের বকেয়া পরিবহন বিল পরিশোধ করা হয়।
- তেলের মূল্য বৃদ্ধির আদেশের সাথে সামঞ্জস্য না রেখে ট্যাংকলরী পরিবহন ঠিকাদারকে আনুকূল্য প্রদর্শণপূর্বক অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের প্রয়াসে পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধির আদেশ জারির তারিখের পরিবর্তে পিছনের তারিখ হতে কার্যকর দেখিয়ে জেট-এ-১ এর অনিয়মিতভাবে বকেয়া বিল পরিশোধ করা হয়েছে ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গত ০৬/০৫/২০১০ তারিখে সরকার কর্তৃক জ্বালানী তেলের মূল্য পুনঃনির্ধারণ করা হয়। ফলে ঐ তারিখ হতে অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে যেভাবে পরিবহন ভাড়া কার্যকর করা হয়েছে, অনুরূপভাবে জেট-এ-১ এর ক্ষেত্রেও কার্যকর মর্মে পরিগণিত হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। শুধুমাত্র ০৬/০৫/২০১০ তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি। এছাড়াও ২২/১২/২০১১ খ্রি:, ১১/১১/২০১১ খ্রি: এবং ৩০/১২/২০১১ খ্রি: তারিখের আদেশেরও বরাত উল্লেখ করা হয়েছে। বিপিসি'র আদেশপত্রে পিছনের তারিখ হতে পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ফলে পরিবহন ঠিকাদারদের বর্ধিত পরিবহন ভাড়া বকেয়া পরিশোধ করা হলেও তা জেট-এ-১ এর মূল্য নির্ধারণের সময় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে ক্রেতাদের নিকট হতে বর্ধিত মূল্য আদায় করা সম্ভব হয়নি বিধায় বকেয়া পরিশোধ অনিয়মিত।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০/৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ১২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষা আপত্তিতে উল্লেখিত জিএম মিঃ হানিফ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১০/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখের আদেশে ০.২৯ টাকা পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধি ০৬/০৫/২০১০ তারিখ হতে কার্যকর দেখানোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ পুনঃ জবাব প্রদানের জন্য সংস্থাকে বলা হয়েছে। আপত্তিতে জড়িত সমুদয়

টাকা আদায় করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে ২১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং পরবর্তী পরিবহন বিল হতে আপত্তিকৃত অর্থ সমন্বয় করা প্রয়োজন। অন্যথায় দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৫।

শিরোনাম : সরকারি নির্দেশ অনুসরণ না করে অপরিশোধিত জ্বালানী তেল প্রক্রিয়াকরণ ফি-এর ওপর মূল্য সংযোজন কর কর্তন/ আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৮,৮৫,৮৫,৭৩৬ টাকা।

বিবরণ :

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং এর আওতাধীন পদ্মা অয়েল কো: লি:, যমুনা অয়েল কো: লি:, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি: ও ইষ্টার্ন রিফাইনারী লি: এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৮/০৩/২০১২ হতে ২৭/০৬/২০১২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিপিসি'র হিসাব বিভাগের আয়কর ও ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ইষ্টার্ন রিফাইনারী লি: কর্তৃক দাবীকৃত অপরিশোধিত জ্বালানী তেল প্রক্রিয়াকরণ ফি-এর ওপর বিপিসি কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর / ভ্যাট কর্তন/আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে ৮,৮৫,৮৫,৭৩৬ টাকা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৯/০৬/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের এস.আর.ও নং-১৯৭-আইন/২০০৮/৪৯৯- মূসক মোতাবেক ব্যাংকিং ও নন ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত সমুদয় কমিশন, ফি বা চার্জের উপর ১৫% হারে মূসক কর্তনযোগ্য হবে। বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বিদেশ হতে আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল ইষ্টার্ন রিফাইনারী লি: কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণ করা হয়ে থাকে। বিপিসি'র সংগে ইষ্টার্ন রিফাইনারী লি: এর চুক্তি অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রতি ব্যারেল ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ ফি ৬২ টাকা নির্ধারণ করা হয়। সে অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৯৫,২৫,৩৪৮ ব্যারেল ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ ফি বাবদ ৫৯,০৫,৭১,৫৭৬/- টাকা ডেবিট নোট নং ২০/১০-১১, তাং: ২০.০৩.২০১১ এর মাধ্যমে বিপিসি'র নিকট দাবী করা হয়। কিন্তু বিপিসি কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৯ জুন ২০০৮ খ্রি: তারিখের এস.আর.ও নং- ১৯৭-আইন/২০০৮/৪৯৯ - মূসক (মূল্য সংযোজন কর) প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রাপ্ত সমুদয় ফি এর উপর ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ (৫৯,০৫,৭১,৫৭৬/-X ১৫%) বা ৮,৮৫,৮৫,৭৩৬ টাকা কর্তন/আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- নিরীক্ষাকালীন জবাব প্রদান না করায় আপত্তিটির যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ১২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয় এবং কোন ব্যাংকিং ও নন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে না। ফলে ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ এর প্রক্রিয়াকরণ ফি এর উপর ভ্যাট প্রযোজ্য নয়। উক্ত জবাবের আলোকে ২১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ মূল্য সংযোজন কর বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১৬।

শিরোনাম: বিদেশী জাহাজের (Bunker) কাছে তেলের বিক্রয়লব্ধ অর্থ, ব্যাংকের এফসি একাউন্টে জমাকৃত টাকার সাথে বিপিসি-এর হিসাবে গরমিল ৮,৭০,০৮,২০২ টাকা।

বিবরণ: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন(বিপিসি) এবং এর আওতাধীন পদ্মা অয়েল কো: লি:, যমুনা অয়েল কো: লি:, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি: ও ইষ্টার্ন রিফাইনারী লি: এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৮/০৩/২০১২ হতে ২৭/০৬/২০১২ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিপিসি-এর এফসি একাউন্ট সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র এবং ব্যাংকে রক্ষিত এফসি একাউন্টে জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণী ও রেজিস্টার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বিদেশী জাহাজের (Bunker) কাছে তেলের বিক্রয়লব্ধ অর্থ, ব্যাংকের এফসি একাউন্টে জমাকৃত টাকার সাথে বিপিসি-এর হিসাবে গরমিল ৮,৭০,০৮,২০২ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঢ" তে দেখানো হলো)।
- বিদেশী জাহাজের (Bunker) কাছে তেলের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সোনালী ব্যাংক লি:, বি,বি, এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর এফসি একাউন্টে জমা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ব্যাংকের এফসি একাউন্টে লেজার স্থিতি ছিল ১১৯,৫৫,০২,৯৪৪ টাকা এবং বিপিসি-এর হিসাবে সমাপনী স্থিতি দেখানো হয় ১২২,৩৪,৭৭,২২০ টাকা। ফলে উক্ত অর্থ বছরে গরমিল রয়েছে ২,৭৯,৭৪,২৭৬ টাকা।
- অনুরুপভাবে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ব্যাংকের স্থিতি ২০৩,৮৪,৫৭,৭৮৯ টাকা; অপরপক্ষে বিপিসি-এর হিসাবে প্রদর্শিত হয় ২০৬,৬৭,৭৭,৬৯৯ টাকা। আলোচ্য বছরে গরমিল ২,৮৩,১৯,৯১০ টাকা। ২০০৯-১০ অর্থবছরে ব্যাংকের স্থিতি ২৮০,২১,১২,০৯৭ টাকা এবং বিপিসি-এর হিসাবে স্থিতি দেখানো হয় ২৮৩,২৮,২৬,১১৩ টাকা। কাজেই এ অর্থ বছরে গরমিল হয় ৩,০৭,১৪,০১৬ টাকা। এ অবস্থায় বর্ণিত তিন অর্থ বছরে ব্যাংকের এফসি একাউন্টের রেকর্ডের সংগে বিপিসি-এর এফসি হিসাবের গরমিল রয়েছে মোট ৮,৭০,০৮,২০২ টাকা।
- বাংকার মূল্য যে তারিখে ব্যাংকে জমা হয়, সে তারিখের ডলার মূল্যের বাংলাদেশী বিনিময় হার অনুযায়ী ব্যাংকে হিসাবভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে ডলারের বিনিময় হার ব্যাংক এবং বিপিসি-এর জন্য অভিন্ন। ফলে ব্যাংকের রেকর্ডভুক্ত হিসাব অনুযায়ী বিপিসি-এর এফসি একাউন্ট-এর স্থিতি একই হওয়ার কথা। এখানে বিপুল অংকের গরমিল হওয়ার যৌক্তিকতা নেই। তাছাড়া বিপিসি-এর হিসাবে গরমিল প্রদর্শিত ৮,৭০,০৮,২০২ টাকার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, এফসি একাউন্টের জমাকৃত টাকার সাথে বিপিসির হিসাবে প্রকৃতপক্ষে কোন গরমিল হয়নি বরং তা হলো Exchange Rate (বিনিময় হার) এর পার্থক্য।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- আপত্তির জবাবে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ৭০.০০ টাকা, ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ৬৯.৩৫ টাকা এবং ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৬৯.৩৫ টাকা ডলারের বিনিময় হার উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিরীক্ষা দল কর্তৃক ব্যাংক হতে সংগৃহীত রেকর্ড পত্রের সংগে কোন মিল নেই। নিরীক্ষা দল কর্তৃক প্রাপ্ত ব্যাংকের রেকর্ড অনুযায়ী আপত্তিতে উল্লিখিত এফসি একাউন্টে স্থিতির অংক সঠিক। তাছাড়া, ডলারের বিনিময় হার সারা বছরে একই ছিল না। আপত্তির জবাবে পূর্ণ অর্থ বছরে একই হার উল্লেখ করে পার্থক্য মিলানো হয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ১২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষা আপত্তির আলোকে বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যাসহ পুনঃ জবাব প্রদানের জন্য সংস্থাকে বলা হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে ২১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- গরমিল প্রদর্শন করে হিসাবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- যথাযথভাবে হিসাব প্রণয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকের হিসাব ও প্রতিষ্ঠানের হিসাবের মধ্যে যাতে গরমিল সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা গেল।

৭—

অনুচ্ছেদ-১৭।

শিরোনামঃ বিপিসি'র আদেশ অমান্য করে ডিলার/এজেন্টদের নিকট অতিরিক্ত তেল বিক্রয় করায় সরকারের ক্ষতি ১৫,০২,৯০,০৭৮ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং এর আওতাধীন পদ্মা অয়েল কো: লি:, যমুনা অয়েল কো: লি:, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি: ও ইষ্টার্ন রিফাইনারী লি: এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৮/০৩/২০১২ খ্রি: হতে ২৭/০৬/২০১২ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন ডিপোর মাসিক বিক্রয় বিবরণী হতে পরিলক্ষিত হয় যে,

- বিপিসি'র আদেশ অমান্য করে সীমান্ত সংলগ্ন ও অভ্যন্তরীণ ডিলার/এজেন্টদের নিকট অতিরিক্ত তেল বিক্রয় করায় সরকারের ১৫,০২,৯০,০৭৮ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ণ" তে দেখানো হলো)।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সীমান্তবর্তী এলাকায় ২০০৬ সালে জ্বালানী তেল পাচার হলে গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের আলোকে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৫/২০০৬ খ্রি: তারিখের আদেশ নম্বর-জ্বালানী (অপা-১)/বিপিসি-১৭/২০০০(অংশ-৫)/২৪ মোতাবেক বিপিসি'র তালিকাভুক্ত সীমান্ত এলাকার ডিলার এবং ফিলিং ষ্টেশনগুলোর সরবরাহ/বিক্রয় কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। সে নিরীখে বিপিসি কর্তৃক ২৯/০৫/২০০৬ খ্রি: তারিখের স্মারক নং- ৩৬.১০/ বিপণন/৫১৯ এর মাধ্যমে তেল বিপণন কোম্পানীগুলিকে নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, ডিজেল ও কেরোসিন বিক্রয় যাতে কোন অবস্থাতেই পূর্ববর্তী বছরের একই মাসের তুলনায় সর্বাধিক ১০% অতিক্রম না করে। অর্থাৎ ১০% বেশী বিক্রয় না করে।
- কোম্পানীগুলোর কয়েকটি ডিপোর বিক্রয় বিবরণীর মার্চ/০৮ ও মার্চ/০৯ এর বিক্রয় হতে দেখা যায় সীমান্ত সংলগ্ন ও অভ্যন্তরীণ এলাকায় মেঘনা পেট্রোলিয়াম কোঃ লিঃ মার্চ/০৮ এর বিক্রিত পরিমাণ ও এর ১০% বেশীসহ মোট পরিমাণের চেয়ে পার্বতীপুর, দৌলতপুর ও বরিশাল ৩টি ডিপোতে ১৪ জন ডিলার/এজেন্টের নিকট বিপিসি'র নির্দেশ অমান্য করে মোট ১৭,৮৪,৬৭০ লিটার ডিজেল বিক্রয় করে যার মূল্য ৭,৬২,২৩,২৫৪ টাকা। আবার একই সময়ে যমুনা অয়েল কোং লিঃ দৌলতপুর, বরিশাল ও সিলেট ৩টি ডিপোতে ১১ জন ডিলার/ এজেন্টের নিকট মোট ৬,৯৫,১০৫ লিটার ডিজেল বিক্রয় করে যার মূল্য ২,৯৬,৮৭,৯৩২ টাকা। একইভাবে, উক্ত সময়ে পদ্মা অয়েল কোং লিঃ দৌলতপুর, বরিশাল ও সিলেট ৩টি ডিপোতে ৯ জন ডিলার/এজেন্টের নিকট মোট ১০,৩৯,০৭৫ লিটার ডিজেল অতিরিক্ত বিক্রয় করে, যার মূল্য ৪,৪৩,৭৮,৮৯২ টাকা।
- বর্ণিত ৩টি কোম্পানী মোট ৪টি ডিপোতে সীমান্ত সংলগ্ন ও অভ্যন্তরীণ এলাকায় ডিলার ও এজেন্টগণের নিকট সর্বমোট ৩৫,১৮,৮৫০ লিটার ডিজেল বিক্রয় করে সরকারের মোট ১৫,০২,৯০,০৭৮ টাকা ক্ষতি সাধন করেছে। বিপিসি'র নির্দেশ মোতাবেক ডিলার/এজেন্টগণের নিকট ১০% এর বেশী ডিজেল বিক্রয় না করলে উক্ত তেল পরবর্তীতে দেশের চাহিদা মোতাবেক বিক্রয় করা যেত। ফলে আমদানিও কম করা সম্ভব ছিল এবং সরকারের ভর্তুকির পরিমাণ হ্রাস পেতো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- নিরীক্ষাকালীন জবাব প্রদান না করায় আপত্তিটির যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ক্ষতির টাকা আদায় করে নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা গেল।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১০/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ১২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষা আপত্তির আলোকে প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যাসহ পুনঃ জবাব প্রদানের জন্য সংস্থাকে বলা হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে ২১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিপিসি'র আদেশ অমান্য করে ডিলার/এজেন্টদের নিকট অতিরিক্ত তেল বিক্রয় করায় জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- তেল পাচার রোধকল্পে সীমান্তে নিয়মিত মনিটরিং করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা এ বিষয়ে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের নিকট হতে অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৫/১৬-২৬০৮কম/এ ৮০০বই, ২০১৫।